বঙ্গরাণী

(নাটিকা ।)

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস প্রণীত ।

PUBLISHED BY
HIRANMAYA BISWAS
Bookseller & Publisher.
45, College St. Calcutta.

1918.

[মূল্য এক টাকা ।

রক্তরঞ্জিত রণাঙ্গনে

যে বিপুল বীর বাঙালী বাহিনী

ভীমকায় কামান-কৃতান্তের বহ্নিময় জিহ্বার

শত্রু-শোণিত-তৃষ্ণা নিবৃত্তা

করিতেছেন;

যাহারা ক্ষুৎপিপাসা-বিস্মৃত ও ধৃতায়ুধ

হইয়া

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে

অপরিমেয় পরাক্রমে বৃটিশ সাম্রাজ্যের

পরিপুষ্টি ও বিস্তার সংসাধনে

প্রাণান্তপণে অবতীর্ণ

সেই সকল

সাহসী সহিষ্ণু মাতৃভক্ত অরিন্দমগণের

শক্তিশালী করে

ব ঙ্গ রা ণী

উৎসর্গ করিলাম।

মা

ব ঙ্গ রা ণী

সেই ভারত-ভূষণ বঙ্গগৌরব বীরবরগণের

জয়োল্লাসোন্নত শিরে

শুভাশীর্ব্বাদ

বর্ষণ করুন;

শুভমস্তু।

ভূমিকা।

১৮৮৪ কিম্বা ৮৫ সালে "বরদান" বাহির হয়; তাহাতে মাতৃভূমি বলিয়াছিলেন "ধর্ম্মং চর"। এতদিন পরে মা বঙ্গরাণী বলিতেছেন, "যুদ্ধ কর"। 'বরদান' পাঠ করিয়া নাট্যাচার্য্য ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রীত হইলেও উহা ষ্টারে (সে সময়ের ষ্টারে) অভিনয় করিতে পারেন নাই; তাহার কারণও ছিল। তিনি অন্য বিষয়ে নাটক লিখিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার সে খেয়াল হয় নাই। তার পর কত বৎসর কত ভাবে কাটিয়া গেল। সে সময় বাঙালী ভলেণ্টীয়ার হইবার জন্য কত দরখাস্তই দাখিল করিয়াছে; কিন্তু ফল পায় নাই। কোন রসিকতাজীবী সাহিত্যিক "ভারত উদ্ধার" বাহির করিয়া বেশ আসর জমকাইয়াছিলেন। ভারত উদ্ধারের ব্যঙ্গোক্তি "বোঁটাইব পাষণ্ড ইংরাজে" রসাল মজলিসে খুব প্রচলিত ছিল। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিসম্পন্ন যে সকল ব্যক্তি স্বার্থত্যাগ করিয়া স্বদেশসেবায় মনোনিবেশ করিতেন, তখন রসিকেরা তাঁহাদিগকে "ভারত উদ্ধারের দল" বলিতেন।

কিন্তু যাহা সত্য—যাহা সুন্দর—যাহা শিব—তাহার প্রকাশ কে রোধ করিতে পারে? জলদজাল ভাস্করজ্যোতিকে জড়িত রাখিতে কতক্ষণ পারে? বাতাস বহিলে গগন যখন মেঘমুক্ত হয়, তখন আদিত্যরশ্মি দিগ দিগন্ত উদ্ভাসিত করে।

সেই বাতাস বহিয়াছে; আকাশ আজি মেঘমুক্ত। রসিকগণের রসিকতা সরমে সরিয়া গিয়াছে। মাতৃভূমি আজ সমস্ত বঙ্গবাসীকে অস্ত্রধারণ করিতে আহ্বান করিতেছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ভারত রক্ষার জন্য লৌহ কামান মেঘমন্দ্রে মন্ত্র পাঠ করিতেছে।

রাজা দেবতা ; দেবতা আজি বাঙালীকে সেনা ও সেনানী সাজে সযত্নে সজ্জিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

বঙ্গনারী যে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পারে না—কখন পারিবে না—ইহা যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা কি পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারিতেন যে 'ভেতো' বাঙালী জলে স্থলে অন্তরীক্ষে লড়াই করিতে পারিবে? কিন্তু বাঙালী পুরুষ তাহা পারিতেছে। তবে অন্ত না হইলেও কল্য বাঙালী স্ত্রীলোক যে পারিবে না, তাহা কি করিয়া কহিব? বঙ্গনারী পূর্ব্বেও অসি ধরিয়াছিল—কামান দাগিয়াছিল; শত্রুহস্তে পতন অনিবার্য্য হইলে আপন দুর্গে আগুন লাগাইয়া সানন্দে পুড়িয়া মরিয়াছিল। তবে আবার কেন পারিবে না? ইহা ভিন্ন, রণস্থলে আহত বাঙালীর সেবা-শুশ্রূষাটা করিতেও কি এখনকার বঙ্গনারী পারে না? তুমি বলিবে, সমাজ বন্ধন তোমার খসিয়া যাইবে—অবগুণ্ঠন উড়িয়া যাইবে—অন্তঃপুরের প্রাচীর ধূলিসাৎ হইবে। কিন্তু বাংলার সমস্ত স্ত্রীলোকই কি তোমার সমাজে বাঁধা, ঘোমটায় ঢাকা ও অন্দরে আট্‌কা? যাহারা তাহা নয়, যাহারা সংসারকে ভার বলিয়া ভাবে, এবং কোন প্রকারে দিন কাটায়, তাহাদিগকে সেবিকা-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইলেই বা ক্ষতি কি? তাহাদিগকে অন্ততঃ আত্মরক্ষার জন্যও অস্ত্রচালনা শিখাইলে হানি কি? সাম্রাজ্যের হিতকল্পে শস্ত্রশিক্ষা স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেরই আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে।

অন্য দেশে যাহা নাই, তাহা কি করিয়া বাংলায় সম্ভব? ইহা যাঁহারা সন্দেহ করেন, তাঁহারা বাঙালী হইয়াও বাঙালীর অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান পান নাই। যুদ্ধে বাঙালীকে প্রবুদ্ধ কর—উৎসাহিত কর—শিক্ষিত ও দীক্ষিত কর—দেখিবে, বাঙালী জাতি সাম্রাজ্যের শোভা ও শক্তি কতগুণ বর্দ্ধিত করিতে পারে; দেখিবে, বাঙালী কি ধাতুতে নির্ম্মিত; দেখিবে, বাঙালী কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে। ভাই

বাঙালী, আমাদেরও মারাথন ছিল; আমাদেরও থার্ম্মপিলি ছিল; ইহা ভুলিও না—ভুলিও না।

কিন্তু কেবল ভদ্রলোক লইয়াই একটা জাতি নয়; কেবলমাত্র পুরুষ লইয়াও একটা জাতি নয়। আজি, মা বঙ্গরাণী তাঁহার সমুদায় সন্তানকে ডাকিতেছেন। সকলে আইস, আইস, তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতেছে; মাথা পাতিয়া তাহা গ্রহণ কর। তবেই ত শির উন্নত হইবে। এই মাতৃ আজ্ঞা বঙ্গের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে ধ্বনিত হউক। রাজার কার্য্যে, রাজ্যের কার্য্যে, জাতীয়তার কার্য্যে, মনুষ্যত্বের কার্য্যে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠুক,—মাতিয়া উঠুক; বাঙালীর অন্তর্নিহিত মহাশক্তি জাগিয়া উঠুক—জাগিয়া উঠুক।

We are told on all sides that the young men are keen enough to go; but that their parents show some, rather natural perhaps, hesitation, in allowing them to do so. Well we can understand that. We can understand the parents of bright young men, and I must point out that the vast majority of those who have come forward up to the present time are members of the educated classes, to their honour be it said, we can well understand. I say, that the parents of bright young men, who may perhaps have had before them brilliant careers in any of the professions, in Government service, in the Bar, or in journalism, or in any other direction, we may understand, are feeling some hesitation in allowing their sons to go forth into the world, into the unknown world of military service. If I might, I would make a special appeal to them. I would ask them to remember that this is a landmark not only in the history of Bengal but in the history of

the world. The spirit of liberty standing even now on the brink of the Valley of the Shadow of Death and it is upon the forces of the British Empire that the whole brunt, of at any rate the greater part of the brunt, at the present moment of rolling back the hordes of the German and Austrian armies has devolved. It is not merely the existence of the British army that hangs trembling on the balance, it is the existence of liberty, freedom, truth, and justice. Now under these circumstances will any man or woman of Bengal grudge one member of their family to take their part in this titanic struggle. Remember, this is a chance for Bengal as well. We have been told often, over and over again that the Bengalis were desirous, were burning to be granted an opportunity of proving themselves on the field of battle. Do not let the enemy say, I am not speaking when I say enemy, at this moment I am not speaking of the Germans or Austrians, do not let the enemies of Bengal say that when they were given a chance they failed to make good. I would respectfully press that aspect of the question upon those who may be hesitating to come forward at the present time.

—LORD RONALDSHAY.

I have said it before and I say it again that unless and until we join the army not in hundreds and thousands but in hundreds of thousands we shall not be able to secure home rule. The man who is able to defend his home is entitled to home rule. You cannot expect that you will have the easier part of the administration and somebody else will do the fighting for you.

—Mr. B. CHAKRAVARTI Bar-at-Law.
(Bengal Provincial Conference, 1918.)

বঙ্গরাণী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

[রসময়ের বহির্ব্বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যানে রসময় ও তাহার বন্ধু সুধীর বেড়াইতেছে।]

রসময়। এমন একটা মেলা, এটাতে না গেলে কি চলে?

সুধীর। আমিও তাই মনে ক'চ্চি যে, যেতেই হবে। World's Fair—মেদিনী মেলা—এমন আর কখনো হয় নি; prospectus বের হ'য়েচে যে, কেবলমাত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই মেলামধ্যে প্রবেশাধিকার পাবে।

(পকেট হইতে prospectus বাহির করিয়া)

এই দেখ না "Only the respectable persons of both sexes are admitted." সুতরাং এ মেলাটায় প্রবেশ ক'ল্লে গায়ে respectibilityর একটা ছাপ্ মারা হ'য়ে যায়। কাজেই, এ মেলাতে যাওয়াই চাই।

রসময়। সব রাজা মহারাজারা যাচ্চেন; বড় বড় খবরের কাগজ-ওয়ালারা যাচ্চেন।

সুধীর। চল আমরাও যাব। আমরাও সম্ভ্রান্ত। যেমন হোক বাড়ীতে খাবার পরবার আছে; তার উপর তুমি M. A. তে First class; আর—আর, আমিও ত D. Sc.টা পেয়েচি।

রসময়। শুধু কি তাই? তুমি D. Sc. ফিলাডেলফিয়া, M. R. A. S., M. A. তুমি তোমার সব মেডেলগুলো ঝুলিয়ে যাবে।

সুধীর। তুমিও। তা ছাড়া, ভাই, ডিপ্লোমাগুলোও সঙ্গে রাখা ভাল; কি জানি, যদি দরকারই হয়।

রসময়। তবে তাই ঠিক থাক্‌ল। আজ রাত্রেই পঞ্জাব-মেলে রওনা হ'তে হবে। দুটো berthএর জন্যে টেলিফোন ক'রে দেই? নিশ্চয়ই আজ খুব rush হবে।

সুধীর। তাই কর। গিন্নি already যে যে জিনিস World's Fair হ'তে আন্‌বার ফরমাস করেছেন, তারই দাম যোটান ভার হ'য়েচে; তার ওপর আর কিছু না চাপান।

রসময়। (সহাস্যে) তবু দুএকটার নাম শুনি না?

সুধীর। এই, নানা প্রকারের toilet requisits, babyর জন্যে musical parambulator, মেয়েটার জন্যে Parisian frocks, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর সমস্ত গুলিই first prize পাওয়া।

রসময়। তা আর এমন বেশী কি? তোমার তিনি খুব considerateই ব'লতে হবে। আমার তিনির আমার ওপর যে একটি ফরমাস, তাতেই কিছু damp হ'য়ে আছি। তিনি আন্‌তে বলেচেন finest diamond necklet.

সুধীর। তার ভাবনা কি? Crystalised carbon-বই ত নয়। নিতান্ত না হয় Tate's diamond বসানো এক ছড়া হার কিনে এনো। (উভয়ের হাস্য।)

রসময়। তা যা হয়, হবে। আজ যাওয়া ঠিক ত? Telephone করি? Good bye.

(উভয়ের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[মেদিনী মেলার সিংহদ্বার ; দ্বারোপরি বিভিন্ন ভাষায় লেখা রহিয়াছে —The World's Fair : Admittance by Respectibility only. বাংলা ভাষায় লেখা নাই। সশস্ত্র পাহারা। সিংহদ্বারে ইংরাজ, ফরাসী, জাপানী, চীনা, শিখ, পাঞ্জাবী-মুসলমান, গুর্খা প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক আসিতেছে ও মেলা মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। দ্বাররক্ষক প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় বাঙ্গালী এক মহারাজা চাকচিক্যময় পোষাক-পরিহিত হইয়া দ্বারের অদূরে নতমুখে দণ্ডায়মান ; তাঁহার পার্শ্বচর গৌরচন্দ্র দ্বাররক্ষকের সহিত কথা কহিতেছে।]

গৌরচন্দ্র। জান না, উনি কে ? উনি সমরেশপুরের মহারাজা স্যার রামভদ্র চৌধুরী K. C. I. E., K. C. S. I. তোমার এইরূপ অশিষ্ট আচরণ !

দ্বার রঃ। হ্যাঁ তা জানি। আমার আচরণ অশিষ্ট নয়। মহা মেলায় কেবলমাত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই প্রবেশ ক'র্ত্তে পান।

গৌর। আবার কি রকম সম্ভ্রান্ত ? Knighted মহারাজা কি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নন ? তুমি কি ব'ল্‌তে চাও ?

দ্বার রঃ। আমি তা ব'লতে বাধ্য নই।

গৌর। (স্বগতঃ) কিছু উপরি পাওনার বুঝি প্রত্যাশা রাখে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আচ্ছা, পুরা বকশিস্ পাবে।

[দ্বাররক্ষক গৌরচন্দ্রের প্রতি বেওনেট উঠাইল।]

ওরে বাপ্‌রে !

[গৌরচন্দ্র পিছাইয়া পড়িয়া গেল। মিষ্টার সরকারের প্রবেশ।]

মিঃ সর। Good morning, মহারাজা।

মহা। আরে কে, মিষ্টার সরকার ?

গৌর। (নমস্কার করিয়া) দেখুন ত?

মহা। কিন্তু একটু confidentially দেখবেন; যেন কাগজে না প্রকাশ হয়।

মিঃ সর। ব্যাপার কি?

গৌর। ব্যাটা হুজুরকে ত চেনে না; তাই বোধ হয় প্রথমটায় ঢুক্‌তে দিতে ইতস্ততঃ ক'চ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য! নাম ব'লতে বেওনেট নিয়ে তেড়ে আস্‌চে। এসব কাজে এ রকম লোক নিযুক্ত করা কি অন্যায়!

মিঃ সর। (দ্বার রক্ষকের প্রতি) শীঘ্র মহারাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নইলে চাক্‌রী থাকবে না।

দ্বার রঃ। আপন কর্ত্তব্য পালন ক'রেচি; তার জন্যে আবার কার ক্ষমা প্রার্থনা ক'রব?

মিঃ সর। আচ্ছা, তা পরে দেখা যাবে! আসুন মহারাজা।

[মহারাজার হস্তধারণপূর্ব্বক মিষ্টার সরকার মেলামধ্যে প্রবেশোদ্যত; এবং দ্বাররক্ষক কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্তি।]

গৌর। উঃ! এতদূর আস্পর্দ্ধা!

মিঃ সর। জান না? আমি Twinklingএর editor. And the Twinkling has the largest circulation in India; printed in the electro-rotary press, which can turn out fifty thousand copies per minute!

দ্বার রঃ। সে অতিশয় সুন্দর কথা; এখন এখান হ'তে ভেগে পড়ুন দেখি।

[একজন চীনার প্রবেশ। দ্বার রক্ষক সসম্ভ্রমে তাহাকে দ্বার ছাড়িয়া দিল।]

মিঃ সর। কেন ঐ লোকটাকে—যে সেদিন আমার জুতার মাপ এনেচে—তাকে দ্বার ছেড়ে দিলে?

দ্বার রঃ।—আমার খুসী।

মিঃ সরকার।—আচ্ছা, কালই এই সব Vagaries সম্বন্ধে article বের ক'চ্চি।

[রসময় ও সুধীরের প্রবেশ। তাহাদের বক্ষস্থলে মেডেল; হস্তে ডিপ্লোমার তাড়া। মিঃ সরকারকে দেখিয়া নমস্কার। তাহাদের মেলা-মধ্যে প্রবেশের উদ্যোগ এবং দ্বাররক্ষক কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্তি।]

রসময়। (দ্বাররক্ষককে ডিপ্লোমার তাড়া দিতে দিতে) আমার ডিপ্লোমা।

সুধীর। (ডিপ্লোমা দিতে দিতে) এই আমার।

[দ্বার রক্ষক ডিপ্লোমা ছুড়িয়া দিল; রসময় ও সুধীর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। সিংহদ্বার হইতে দূরে আপনামনে নাচিতে নাচিতে ও গাহিতে গাহিতে এক পাগলিনীর প্রবেশ।]

পাগলিনীর নৃত্য ও গীত।

কবে চট্‌কা টুট্‌বে ওর।
কবে চোক্‌টা ফুট্‌বে তোর॥

কবে ছুট্‌বে বৃথা জাঁক
কবে বুঝ্‌বি কোথায় ফাঁক।
(দেখে) কোথায় সেটায় বাধেরে জল
কোথায় আঁখির লোর॥

কবে ছাড়বি মানের লোভ
আর সস্তা সুখের ক্ষোভ।
কবে নিজের মাথায় ব'য়েরে মোট
ক'রবি পায়ের জোর॥

কবে জান্‌বি কোন্‌টা মান
রাখ্‌তে তুচ্ছ ক'র্‌বি প্রাণ।
(ওরে দেখ্‌বি) সকল দুয়ার, খোলা তখন,
ফরসা নিশা ঘোর ॥

গৌরচন্দ্র। (পাগলিনীর নিকটবর্ত্তী হইয়া হস্তচালনা পূর্ব্বক) আরে পালা, পালা, এখানে কেন এসেচিস্? এখনি বেওনেটের খোঁচায় প্রাণ যাবে।

[উচ্চ হাসি হাসিয়া, নাচিতে নাচিতে পাগলিনীর প্রস্থান।]

মিঃ সরকার। আরে দেখ্‌চেন কি? আমাকেও ঢুক্‌তে দেবে না; আর, এমন কি মহারাজাকেও দেবে না!

রসময়। তার মানে? আপনাদিকেও দেয় নাই!

মিঃ সরকার। To bring discredit to the whole management of this world's fair. খুব একটা agitation ক'র্ত্তে হবে।

মহারাজা। (মৃদুস্বরে) Constitutional agitation.

মিঃ সরকার। নিশ্চয়ই! We shall cite the Queen's Proclamation of 1858—the Magna Charta of India. We shall agitate—agitate—and agitate throughout the length and breadth of India—from the Himalayas to the Cape Comorine. We shall discuss the matter—serious and grave as it is—in the coming Conference. We shall attack it both from the platform and from the press.

স্যার রঃ। বক্ বক্ মৎকরো; ভাগো।

[একজন কাবুলীর প্রবেশ ; দ্বার রক্ষক সসম্ভ্রমে তাহাকে দ্বার ছাড়িয়া দিল।]

সুধীর। তাই ত ! আমাকে যে কেমন কেমন লাগ্‌চে ! The world's fair—তাতে আমাদের প্রবেশাধিকার নেই !

রসময়। আমারো মনটা ছোট হ'য়ে গেল।

মিঃ সর। নিশ্চয়ই আমাদের প্রবেশাধিকার আছে। আর, সেই অধিকার কেমন আছে, তা, দস্তুরমত agitation ক'রে হাসিল কর্ত্তে হবে—সুদে আসলে।

মহারাজ। With compound interest.

মিঃ সর। নিশ্চয়ই। যদি aristocracy এই agitation এ commoners দের সহিত join করে, তবে কি আর রক্ষা আছে ? চলুন, দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আমাদের field of action এখন অন্যত্র।

সুধীর। (স্বগতঃ) তাত বুঝ্‌লাম ; কিন্তু মনে ভারি একটা ধাক্কা লেগে গেল।

[দ্বার রক্ষক ব্যতীত অপর সকলের প্রস্থান। পট ক্ষেপণ।]

তৃতীয় দৃশ্য।

নদীতীরে রাজপথ।

সুধীর ও রসময়ের প্রবেশ।

সুধীর। না ভাই রসময়, বাড়ী ফেরা হবে না। সেখানে গিয়ে ব'লব কি ?

রসময়। আমি ত যেন ম'রে গেছি। ওসব agitation এ আমার আর তত ভক্তি নেই। এই ত Twinkling কাগজে লম্বা লম্বা

article বের হ'চ্চে; অন্যান্য কাগজও পোঁ ধ'রেচে; কিন্তু হ'চ্চে কি? এই কালও ত আর একবার মেলায় ঢুকতে গিয়ে কেমন অপমানটাই হ'য়ে এলাম। অথচ যে-সে অবাধে যেতে পাচ্চে; যত হাঙ্গামা, আমাদের বাঙালীর বেলা। সেটা লক্ষ্য ক'রেচ? কোন বাঙালীই ঢুকতে পাচ্চে না।

সুধীর। সেটা আগে notice করি নেই হে; এখন তোমার কথায়, বেস বুঝতে পাচ্চি। আমরা agitation করি ব'লে কি ওরা চ'টেচে?

রসময়। কি জানি ভাই। কিন্তু কথা হ'চ্চে কি, পৃথিবীর একটা জাতি চ'টতে পারে; না হয় দুটো জাতি চ'টতে পারে; না হয়, তিনটা। কিন্তু এ মেলাটা ত কোন একটা, দুটো বা তিনটা জাতির মেলা নয়; এ যে পৃথিবীর সকল জাতির মেলা। পৃথিবীশুদ্ধ লোকে আমাদের উপর চ'টল কেন?

সুধীর। ভাবনার কথা বটে বাস্তবিকই। আজ আর একবার মেলার দ্বারে যাব; দেখি, কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।

রসময়। এবার যেটা বাকি আছে, সেটা হবে আর কি।

সুধীর। কি সেটা?

রসময়। পদাঘাত।

সুধীর। (সক্রন্দনে) ভাইরে রসময়, পদাঘাতটা কি বাকি আছে, ভাই? যেখানে পৃথিবীর সমস্ত লোক যেতে পাচ্চে—আর্সুলা-খেকো চীনে, পেস্তা-বাদামওয়ালা কাবুলী, মর্কটাকার জাপানী, আর কত ব'লব—সেখানে বাঙালী রাজামহারাজা, বাঙালী বাগ্মী, বাঙালী সংবাদপত্র সম্পাদকেরাও যেতে পাচ্চেনা—অপমান হ'য়ে ফিরে আস্‌চে। এ লাথি মাচ্চে সেই দ্বার-রক্ষকটা নয়, এ লাথি মাচ্চে পৃথিবীর সমস্ত জাতি। আর

যাচ্ছে, একজন কি পাঁচ জনের ওপর নয়—এ লাথি যাচ্ছে সমগ্র বাঙালী জাতিটের ওপর।

রসময়। এর কি কোন প্রতিকার নেই ?

সুধীর। কি প্রতিকার, তা ভগবানই জানেন। আমার ত আমার নিজের ওপর ধিক্কার জন্মে গেছে ; বাঙালী জাতটার ওপর ধিক্কার জন্মে গেছে। আর, আর, বাংলা দেশটার ওপর—

রসময়। এমন কথা মুখে এনো না ভাই। বাংলা দেশ—এমন সুন্দর, সুশোভন—যাঁর পবিত্র তীর্থে পুণ্যতোয়া গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রকে সঙ্গে ল'য়ে অনন্তসাগরে আত্মসমর্পণ ক'চ্চেন—যিনি এমন ফলফুলভার-সুশোভিতা—যিনি এতই দয়াবতী যে, অলস প্রাণীকে পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত শস্য প্রদানে অকাতরে মুক্তহস্তা—আমাদের সেই বাংলা দেশ—আমাদের সেই বঙ্গরাণী—আমাদের চিরদিনই নমস্যা, চিরদিনই ধন্যা।

সুধীর। (সক্রন্দনে) কিন্তু এ হেন বঙ্গরাণীর সন্তান আমরা, এতই অকিঞ্চিৎকর, এতই সামান্য, এতই ঘৃণ্য যে, ঐ মেদিনী-মেলায় আমাদের প্রবেশাধিকারও রইল না। আমরা কোন্ মুখ লয়ে স্ত্রী-কন্যার নিকট ফিরে যাব—কোন্ মুখ লয়ে সংসারে বিচরণ ক'রব ? আমাদের মত জীবকে বক্ষে ধারণ ক'রে বঙ্গরাণী কলুষিতা হ'য়েচেন—বঙ্গরাণী ঘৃণ্যা ও অস্পৃশ্যা হয়েচেন। বাঙালী জাতির মৃত্যু হোক্—জগৎ হ'তে বাঙালী জাতি মুছে যাক্—ধরাধাম হ'তে বাঙালীর নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হোক্।

(নেপথ্যে।)

না, বাঙালী জাতির মৃত্যু হবে না—জগৎ হ'তে বাঙালী জাতি মুছে যাবে না—ধরাধাম হ'তে বাঙালীর নাম লুপ্ত হবে না।

(সুধীর ও রসময় নির্ব্বাক্ হইয়া নিবিষ্টচিত্তে
শুনিতে লাগিল। পুনরায়
নেপথ্যে।)

না, বাঙালী জাতির মৃত্যু হবে না, জগৎ হ'তে বাঙালী জাতি মুছে যাবে না—ধরাধাম হ'তে বাঙালীর নাম লুপ্ত হবে না।

সুধীর। য়্যাঁ, য়্যাঁ, ভাই রসময়, ওকি শুন্‌লাম? তুমিও শুনেচ, ভাই?

রসময়। হ্যাঁ, স্পষ্ট শুন্‌তে পেলাম ঐ আশার বাণী। এ কি দৈববাণী? যার কথা গল্পে শুনে আস্‌চি, পুরাণে প'ড়ে আস্‌চি?

সুধীর। সে যে দৈববাণী, তা, মানুষ কাণে শোনে না—হৃদয়ে উপলব্ধি করে; হৃদয়ের নিভৃত নিকেতনে যে দেবতা বিরাজ করেন, সে বাণী, সেই দেবতারই বাণী। কিন্তু এ বাণী আমরা যে উভয়ে একই সময় শারীরিক কাণ দিয়ে শুন্‌লাম ভাই। কে ইহা ব'ল্ল? কেন ইহা ব'ল্ল্? চল, চল, এর অনুসন্ধান করি।

[উভয়ে গমনোদ্যত ; এমন সময়ে জটামণ্ডিতা ত্রিশূলধারিণী
ভৈরবীর প্রবেশ। তাহার প্রতি সুধীর ও
রসময়ের বিস্ময়ে অবলোকন।]

ভৈরবী। বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। নিবিষ্টভাবে মানুষ যখনই আত্মচিন্তায় মগ্ন হয়, তখনই আমি তার সম্মুখে প্রকাশিতা হই।

সুধীর ও রসময়। (উভয়ে করপুটে) কে মা তুমি?

ভৈরবী। আমি তোমাদের মা নই। তোমাদের মা আছেন।

সুধীর। কোথা আছেন?

রসময়। তাঁকে কি দেখ্‌তে পাব না?

ভৈরবী। মা আছেন সখিগণ পরিবৃতা হ'য়ে দুঃখ-সাগরে। ঐকান্তিক বাসনা থাক্‌লে তাঁকে দেখ্‌তে পাবে।

সুধীর। আমরা দেখ্‌ব।

রসময়। ঝাঁপিয়ে গিয়ে মার কোলে উঠ্‌ব।

ভৈরবী। দুঃখ-সাগর বড় কষ্টসংকুল। অত কষ্ট সইতে পার্‌বে?

রসময়। আমাদের মা যেখানে আছেন, সেখানে সন্তানের আবার কষ্ট কি?

সুধীর। আমরা যে দুঃখ-সাগরে ভাস্‌চি, মনে মনে যে কষ্ট অনুভব কচ্চি—তার চেয়ে আর কষ্ট নেই। এর তুলনায় অন্য কষ্ট কষ্টই নয়।

ভৈরবী। এর তুলনায় কষ্ট আছে, অবোধ বালক।

রসময়। আপনি আমাদিগকে মার নিকট ল'য়ে চলুন। আমরা সকল কষ্টকে তুচ্ছ ক'রে তাঁর নিকট যাব।

সুধীর। তাঁর চরণরেণু শিরে ধ'রে, তাঁকে দুঃখ-সাগর হ'তে স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতা ক'র্‌ব।

ভৈরবী। যদি তাঁর বালার্কবিনিন্দিত রাঙ্গাচরণের পরম পবিত্র রেণু স্পর্শ কর্ত্তে ভাগ্য ক'রে থাক।

রসময়। যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিলে, আশার বাণী শুনিয়ে হৃদয়কে মাতালে, তবে চল, চল, মাকে দেখাবে চল।

ভৈরবী। আজ সন্ধ্যা প্রায় সমাগতা। আমি দুঃখ-সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌ব; কাল তোমরা সেখানে যেও।

সুধীর। আমরা পথ চিনি না।

ভৈরবী। পরিচয় দিচ্চি।

[রসময় ও সুধীরকে লইয়া ভৈরবীর প্রস্থান ও প্লাকার্ড লইয়া একদল বালকের প্রবেশ।]

বালকদের একজন। (উচ্চৈস্বরে) আজ রাত্রে মেদিনী-মেলায় ভারি ধুম—ভারি ধুম—ভারি ধুম।

এক বা। (উচ্চৈস্বরে) অদ্ভুত অদ্ভুত বাজী দেখানো হইবে—আকাশ-পথে রেলগাড়ী ছুটিবে। গভীর জলমধ্যে দাবানল দেখানো হইবে।

(বাদ্য ও নৃত্য।)

এক বা। (উচ্চৈস্বরে) পতঙ্গ ও মাতঙ্গের লড়াই—দলবদ্ধ পতঙ্গ হস্তীকে শূন্যে উঠাইয়া তাহাকে নিক্ষেপ করিবে। খুব লড়াই—খুব লড়াই—খুব লড়াই হইবে। ভেক ভল্লুকের যুদ্ধ—ইঁদুর ও বাঁদরের তুমুল সংগ্রাম—পিপীলিকার ব্যূহ ভেদ; তাহাদের ভীম পরাক্রমে বল্মীকশৃঙ্গ অধিকার। আরও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য যুদ্ধ-কৌশল দেখানো হইবে।

(বাদ্য ও নৃত্য।)

এক বা। প্রাণীতত্ত্ববিভাগে, ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা কি প্রকারে স্ত্রীলোককে পুরুষে পরিণত করা যায়, তাহা প্রদর্শিত হইবে। মানুষের কিরূপে পুচ্ছ ও পক্ষ বাহির হইতে পারে, তাহা পরীক্ষার দ্বারা দেখাইয়া দেওয়া হইবে। মানুষের শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার তৃতীয় চক্ষুর এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পদের স্থান দেখাইয়া দেওয়া হইবে।

(বাদ্য ও নৃত্য।)

এক বা। উদ্ভিদ্-বিচার-বিভাগে, বৃক্ষগণের মধ্যে কয় রাগ ও কয় রাগিণী বিদ্যমান—তাহারা তাহা কিরূপে আলাপ করে, তাহা স্বকর্ণে শুনিতে পাইবেন। লজ্জাবতী অর্থাৎ মাইমোসার পূর্ব্বরাগ ও অভিসার আপনাদের চক্ষের উপর প্রদর্শিত হইবে; ফুলের বিবাহোৎসব, তাহাদের প্রেম, তাহাদের মান, তাহাদের ডাইভোর্স আপনাদের চক্ষের উপর সংঘটিত হইবে।

(বাদ্য ও নৃত্য।)

এক বা। মনস্তত্ত্ব বিভাগের আশ্চর্য্য আবিষ্কার সকল চাক্ষুষ দেখিতে পাইবেন, যথা, মনের তেজ বৃদ্ধি করিয়া উহার সহিত জিহ্বার সম্বন্ধের তারতম্য স্থাপন ইত্যাদি। নবাবিষ্কৃত মনমান যন্ত্রের ক্রিয়া দেখান হইবে। এই যন্ত্রের দ্বারা মনের গতি, বেগ জানিতে পারা যাইবে; কোন প্রাণীর গাত্রে এই যন্ত্র সংলগ্ন করিয়া দিবা মাত্র, তাহার মনের ভাব এই যন্ত্র, রেখা ও বিন্দু চিহ্ন দ্বারা তৎক্ষণাৎ জানাইবে। কলে আপনিই কাজ করিবে। ইহা ভিন্ন অন্যান্য যন্ত্র প্রদর্শিত হইবে। জুলু দেশীয় পণ্ডিত কান্টিও তাঁহার বহু গবেষণা পূর্ণ নূতন মনোবিজ্ঞানের প্রধান সূত্রগুলি লইয়া কামস্কট্কার বিশ্ববিশ্রুত কারিকর কছুরমার তাঁতে বয়ন করাইয়া দুর্ব্বলদমন নামক উৎকৃষ্ট শাল ও শেল প্রস্তুত করিয়া দেখাইবেন।

(বাদ্য ও নৃত্য।)

এক বা। পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে বহুবিধ পরীক্ষা প্রদর্শিত হইবে। তাড়িতের জননী মহাতাড়িতের ক্রিয়া দেখানো হইবে। সত্য ও মিথ্যাতে যে কোন প্রভেদ নাই—যাহা সত্য তাহাই মিথ্যা এবং উভয়ই একই দ্রব্যের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ মাত্র, তাহা যন্ত্রের সাহায্যে প্রদর্শিত হইবে। এই বিভাগের জ্যোতিঃ উপশাখায় সদ্যাবিষ্কৃত এক প্রকার চসমা বিক্রীত হইতেছে; তাহা ধারণ করিলে মানুষের মধ্যে কে মানুষ, কে দেবতা এবং কে কোন্ জন্তু, বৃক্ষ বা অন্য কিছু, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

(বাদ্য ও নৃত্য।)

এক বা। ক্রীড়া ও কৌতুক বিভাগে নানাবিধ আশ্চর্য্যজনক কৌশল দেখান হইবে, যথা, দুর্ব্বলকে কেমন মধুর ভাবে পদদলিত

করিতে হয়, বলশালীকে কেমন করিয়া সুখ-নিদ্রায় ফেলিয়া স্বপ্ন দেখাইতে হয়, উপকারককে কেমন সময় কিরূপভাবে অণ্ডরম্ভা প্রদর্শন করিতে হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(বাদ্য ও নৃত্য)

এক বা। এই মহামেলায় ধর্ম্মবিষয়ক এক বিশেষ বিভাগ খোলা হইয়াছে। ইহাতে অদ্য রজনী জর্ম্মাণ পণ্ডিত হোল্‌জ্‌ অতি সহজ ভাষায় বাইবেলের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া স্পষ্ট বুঝাইয়া দিবেন যে,—প্রথম, যে ধর্ম্মালয়, যত প্রাচীন তাহা তত শীঘ্র ধরাশায়ী করিতে হয়; ইহাই equality. দ্বিতীয়, আহত বা রুগ্নকে দেখিবামাত্র তাহাকে বধ করিতে হয়; ইহাই charity. তৃতীয়, প্রকৃতি যদি লোকক্ষয় কার্য্যে শৈথিল্য করে, তবে মানবকে সে কার্য্যের ভার লইতে হয়; ইহাই philanthropy.

(বাদ্য ও নৃত্য।)

এক বা। পৃথিবীর উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরুর সর্ব্বজাতির স্ত্রী-পুরুষের সমাগম। যাহারা জাতিত্ব লাভ করে নাই—যাহারা অপ্রাপ্ত মর্য্যাদা—যাহারা মর্য্যাদা ভ্রষ্ট ও অসম্ভ্রান্ত, তাহাদিগের মেদিনী মেলায় প্রবেশ নিষেধ—প্রবেশ নিষেধ—প্রবেশ নিষেধ।

[বাদ্য ও নৃত্য করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

[গিরিশৃঙ্গ। রসময় ও সুধীর।]

রসময়। এই ত আমরা গিরিশৃঙ্গে। উঃ! কি চড়াইটাই উঠে আস্‌তে হ'য়েচে! বুক চড়্‌ চড়্‌ ক'রচে।

সুধীর। তাতে আবার পথ নাই; কেবল কাঁটা বন দে' আসা। আমার ত পা ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে গেছে।

রসময়। যাক্ এর পর ওৎরাই। আর ঐ দেখ (দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ সমুদ্র দেখা যাচ্চে, না? রৌদ্রে ঝলমল ক'রচে!

সুধীর। কিন্তু এখনও অনেক দূর! পাহাড় হ'তে নীচের জিনিস যত নিকট বোধ হয়, বাস্তবিক তত নিকট নয়।

রসময়। যত দূরই হোক, যেতে ত হবে।

সুধীর। এখন ত সমুখে এই ওৎরাইটা নামা যাক্; তার পর ত, দেখ্‌তেই পাচ্চ, আরও ছোট বড় পাহাড়; তার পর, ঐ দেখ ঐ কালো জায়গাটা—ওটা নিশ্চয়ই একটা ঘন বন; পার্ব্বত্য প্রদেশটাকে সমুদ্র হ'তে পৃথক ক'রে রেখেচে।

[গিরিশৃঙ্গ হইতে অবতরণ আরম্ভ।]

ওহে, মোটেই যে নামা যাচ্চে না; বরং চড়াই ভাল ছিল।

রসময়। আমার হাঁটু ধ'রে আস্‌চে।

সুধীর। তাই ত ভা—

[সুধীরের পতন।]

রসময়। (ব্যস্তভাবে) ঐ গাছটা ধর, ঐ গাছটা ধর, নইলে একবারে ডান দিকের খাদে গিয়ে প'ড়বে।

[সুধীরের দিকে গমন; গাছের ডাল, লম্বা ঘাস ইত্যাদি ধরিয়া রসময়কে নামিতে হইতেছে, সুতরাং সুধীরের সাহায্য করিতে যত শীঘ্র যাইতে রসময় ব্যাকুল, তত শীঘ্র যাইতে পারিতেছে না—মুখের চেহারায় ব্যাকুলতা, কিন্তু গতি মন্দ।]

(সুধীরের হস্তধারণ পূর্ব্বক উঠাইয়া) কি লেগেচে?

সুধীর। (কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া) না; তেমন কিছু নয়।

রসময়। কিন্তু তোমার হাত পা ছোড়ে গেছে। এখানে একটু বিশ্রাম করা যাক্।

সুধীর। বড় পিপাসা পাচ্চে।

রসময়। আমারও। কিন্তু এখানে জল পাওয়া যাবে কোথায়? কৈ, একটা ঝরণাও ত দেখ্‌তে পাই না।

সুধীর। এই ওৎরাইটার নীচে, আবার যেখান হ'তে চড়াই আরম্ভ, সেইখানে জল থাকৃতে পারে; ঐ উপত্যকায় কোন ছোট নদী থাক্‌বার সম্ভাবনা।

রসময়। তবে আর দেরি না ক'রে, ধীরে ধীরে নাম্‌তে থাকা যাক্, কিন্তু নাম্‌তে হবে খুব সাবধানে; মোটেই পথ নাই।

সুধীর। এদিকে কেহ যে কখন এসেচে ব'লে মনেই হয় না।

রসময়। আর যদিইবা কেহ এসে থাকেন, তবে তা এত আগে যে, তাঁর পায়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

সুধীর। যাই হোক, এখন আমাদিকে নিজের পথ নিজে ক'রে নিতে হবে।

[উভয়ের কিয়দ্দূর গমন।]

রসময়। উঃ! একটু ব'স ভাই; পা ভার হ'য়ে আস্‌চে।

[উভয়ের উপবেশন।]

সুধীর। ব'সেও সুখ নাই; তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্চে।

রসময়। চল তবে নেমে ঐ উপত্যকাটায় যাই; ওখানে জল আছে।

[উভয়ের উত্থান ও গমন।]

আর বেশী দূর নেই; ঐ উপত্যকা, ঐ সাদা জল রৌদ্র কিরণে ঝক্ ঝক্ কচ্চে।

নেপথ্যে ব্যাঘ্র নিনাদ ও উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে ধরিয়া নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান ও ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ।]

সুধীর। (সভয়ে মৃদুস্বরে) বাঘ!

[নেপথ্যে পুনরায় ব্যাঘ্র গর্জ্জন, উভয়ে সভয়ে দণ্ডায়মান।]

ঐ দেখ এক দল মৃগ উপত্যকার পাশ দিয়ে দৌড়ে যাচ্চে!

রসময়। বাঘে ওদিকে তাড়া ক'রেচে। একটু থাম। ওদের পিছু পিছু বাঘটা চলে যাক্; তার পর নাম্‌ব।

[উভয়ের উপবেশন।]

চল, এর পর নামি।

সুধীর। চল।

[উভয়ের উত্থান।]

কিন্তু পা কাঁপ্‌চে; আর একটু বসি।

[উভয়ের উপবেশন।]

রসময়। আর না, চল যাই; বেলা গেল। ভয় ক'রে কোন লাভ নাই। যদি এই বিজন পার্ব্বত্যদেশে সন্ধ্যা হ'য়ে যায়, তবে কি আর রক্ষা আছে? বেলা থাক্‌তে থাক্‌তে এই পাহাড় পার হ'তে হবে।

[উভয়ের উত্থান ও গমন।]

[পট-পরিবর্ত্তন।]

সুধীর। এই ত সেই উপত্যকা। কিন্তু জল কই? নদীর একটা চিহ্নমাত্র রয়েচে; কিন্তু এতে কেবল বালি ও পাথর; জল শুকিয়ে গেছে। উঃ কি পিপাসা! কি পিপাসা! জল—জল, রসময়—জল?

(সুধীরের উপবেশন ও রসময় দাঁড়াইয়া চিন্তান্বিত।)

রসময়। এখানে জল নাই; ঐ পাহাড়টা ত পার—

[গীত গাহিতে গাহিতে দুই রমণীর প্রবেশ ও নৃত্য।]

ডারা ডারা ডার্।
ডার্ ডার্ ডারা
ডার্ ডার্ ডারা
ডারা ডারা ডার্ ॥

ঐ ভুজপাশে মনের উল্লাসে
বাঁধা দেব দেহভার ॥
ডারা ডারা ডার্ ॥
ডার্ ডার্ ডারা
ডার্ ডার্ ডারা
ডারা ডারা ডার্ ॥

অধরের পাশে পিরীতি পরশে
কথাটি ফুটিবে তার।
ডারা ডারা ডার্ ॥
ডার্ ডার্ ডারা
ডার্ ডার্ ডারা
ডারা ডারা ডার্ ॥

পশিবে পরাণে নয়ন নিশানে
সাড়াটি দেব গো যার।
ডারা ডারা ডার্ ॥
ডার্ ডার্ ডারা
ডার্ ডার্ ডারা
ডারা ডারা ডার্ ॥

বুকের বেদনা রবেনা রবেনা
খুলে দেব হৃদি দ্বার।
ডারা ডারা ডার্॥
ডার্ ডার্ ডারা
ডার্ ডার্ ডারা
ডারা ডারা ডার্॥

মনের মতন করিব যতন
পোষা পাখী হব তার।
ডারা ডারা ডার্॥
ডার্ ডার্ ডারা
ডার্ ডার্ ডারা
ডারা ডারা ডার্॥

রসময়। রঙ্গ রাখ; বল কে তোমরা? সোজা বাংলা ভাষায় বল কে তোমরা?

১ম যু। (হাস্য করিয়া) আচ্ছা আপনারাই বলুন্ না, কে আপনারা।

সুধীর। আমরা মাতৃ দর্শনের যাত্রী। (যুবতীদ্বয়ের হাস্য।) এতে হাসির কথা কি আছে? আচ্ছা, তোমরা কে?

২য় যু। আমরাও যাত্রী।

১ম যু। তবে মাতৃদর্শনে ঠিক নয়; মাতৃজামাতৃ দর্শনে বটে।

রসময়। কতদূর যাবে? (যুবতীদ্বয়ের হাস্য।) এতে হাসির কথা কি আছে? বলি, কোন পথে কতদূর যাবে?

২য় যু। আর আমাদের যেতে হবেনা। আপনারাই তো আগিয়ে এসেচেন।

রসময়। আমরা!

১ম যু। মরে যাই আর কি। এস (হস্ত ধারণোদ্যতা।)

রসময়। (পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া যুবতী হইতে সরিয়া গিয়া) তোমার ভুল হয়েছে; আমরা নই। [দ্বিতীয় যুবতীর সুধীরকে আলিঙ্গন করিবার চেষ্টা; ও সুধীরের সরিয়া যাওয়া।]

সুধীর। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! তোমার ভুল হয়েচে! আমরা তোমাদের একবারেই অপরিচিত।

২য় যু। (সুর করিয়া)
একবারে কি হয় পরিচয়।
পিরীতি কি অমনি উপজয়॥

১ম যু। ওরে সোনার চাঁদ।
পেতেচি এই ফাঁদ॥

২য় যু। পড়েও কেন পড়না।
নড়েও কেন নড়না॥

১ম যু। চল চল বেলা গেল।

২য় যু। দেখব খেলা কত খেল॥

১ম যু। রাগ করিয়ে কাজ কি।

২য় যু। নির্জ্জনেতে লাজ কি॥

রসময়। [গর্জ্জন করিয়া] তোমরা দূর হও; চল সুধীর এখান থেকে আমরা চলে যাই।

[রসময় ও সুধীর গমনোদ্যত; রমণীদ্বয় সম্মুখে যাইয়া]

২য় যু। বলি অত রাগ কেন মহাশয়! যাচলে যে মাণিক বেক'য় না তাই নাকি?

২য় যু। না, দর বাড়াচ্চেন? এত বন বাদাড় পর্ব্বত পাহাড় ভেঙ্গে এসেচেন, পরিশ্রম ত খুবই হয়েচে। আজ আমাদের ওখানে বিশ্রাম করুন। তার পর যা হয় কাল হবে। (আকাশের

দিকে চাহিয়া) আর বেলাও নাই। ঐ পাহাড়ে (উপত্যকার পর পারের পাহাড় দেখাইয়া) রাত্রে কি প্রাণ হারাবেন ?

সুধীর। (স্বগত) কে এরা এই বিজন স্থানে ! বোধ হয় এদের কুলটা বৃত্তির শান্তি স্বরূপ এই স্থানে এদের ভগ্নহৃদয় স্বামীরা বনবাস দিয়েচে। হতভাগিনীরা এখনও পাপাচার পরিত্যাগ ক'র্ত্তে পারে নাই। অথবা শাপগ্রস্তা বিদ্যাধরী তীর্থযাত্রীদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট ক'র্ত্তে এই উপত্যকায় ঘূরে বেড়াচ্চে ; কারণ শুভ-কর্ম্মে বিঘ্ন অনেক। (প্রকাশ্যে) রসময়, চল চল আমরা আমাদের পথে অগ্রসর হই। এ পাপিয়সীদের মুখদর্শনে পাপ হয়। (যুবতীদ্বয়ের প্রতি) ছাড় ! পথ ছাড় !

১ম যু। (সহাস্যে) না ছাড়ব না ; কবে বিয়ে ক'রে রেখে গেচেন, তা বুঝি মনে নাই ? আমরা ভুলি নাই ; আমরা ঐ পদ মনে মনে জপ করি। আজ যদি দেখা পেয়েচি তবে প্রাণভ'রে সেবা ক'রব।

রসময়। (স্বগতঃ) সুধীরের তবে এ কোন স্ত্রীই হবে না কি !

২য় যু। (রসময়ের হস্ত ধরিতে চেষ্টা ও রসময়ের পশ্চাৎ হটিয়া যাওয়া।) আর, শিষ্ট বালকটি ! আহা, মুখটি একেবারে চুন পানা হয়ে গেচে ? আমার আঁচল ধ'রে ধীরে ধীরে চলে এস।

রসময়। খবরদার বল্‌চি। ভাবচি স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলব না ; আর, তোদের মত মেয়েমানুষের গায় যদি ঠেকে, তবেও সে হাতটা কলুষিত হয়ে যায়। পালা বলচি ; নইলে—
(দৌড়িয়া গিয়া এক প্রস্তর উত্তোলন) এই পাথরে তোর মাথা চূর্ণ করে দেবে।

সুধীর। (এক প্রস্তর উঠাইয়া) আর, এই তোর—নির্লজ্জা পাপিয়সী। দিলাম, দিলাম ছুড়ে।

[রমণীদ্বয়ের বেগে প্রস্থান।] ভাই রসময়, কি আশ্চর্য্য ভাই ; এই স্থানে এরকম স্ত্রীলোক! এ পাপ উপত্যকা যত শীঘ্র পার হ'য়ে ঐ গিরিতে উঠ্‌তে পারি, ততই ভাল।

[গমন করিতে করিতে।]

রসময়। কিন্তু ওরা কে ভাই ?

সুধীর। ওরা যেই হোক ; ওদের নাম আমি দিলাম প্রলোভন ও অন্তরায়।

রসময়। বেশ নাম হয়েচে। কিন্তু আমি ভাই একটা ভারি মজা অনুভব কচ্চি। আমার পিপাসা তো আর মোটেই নাই ; গায়েও যেন পূর্ব্বাপেক্ষা বল সঞ্চয় হয়েচে।

সুধীর। (হাসিয়া) সেটা অনুভব করেচ ; বেশ। সেই জন্যই ত আমি বলি ওরা প্রলোভন ও অন্তরায়। প্রলোভনে একবার প'ড়লে মানুষ দ্বিতীয় প্রলোভনে চট্ করে পড়ে ; তৃতীয় প্রলোভনে প'ড়তে তার তিলার্দ্ধও বিলম্ব হয় না। সেই রকম উল্টাদিকেও ; ঠিক Progressionএর অঙ্ক ; প্রথম প্রলোভন যত সময়ে জয় করা যায়, দ্বিতীয় প্রলোভন জয় কর্ত্তে তার চেয়ে কম সময় লাগে ; তৃতীয়টা জয়ী হ'তে আরো কম সময় দরকার হয়।

রসময়। যদি প্রলোভনের গুরুত্ব সমান থাকে, তবেই ঐ অঙ্কটা খাটে।

সুধীর। (সহাস্যে) তা ত নিশ্চয়ই। এখন চল শীঘ্র ঐ পাহাড়টা অতিক্রম করা যাক্।

[গিরি আরোহণ আরম্ভ।]

পঞ্চম দৃশ্য।

নিবিড় বন।

(রসময় ও সুধীরের প্রবেশ।)

রসময়। কি বিপদটাই না পার হওয়া গেছে! এত সাপ! কি তাদের ফণা! কি গর্জ্জন!

সুধীর। যাক্; এখন ত সে বিপদ কেটে গেছে। আশ্চর্য্য এই যে আমরা কি ক'রে বেঁচে এলাম। ও পাহাড়টার নাম রাখ ভাই সর্প-গিরি।

রসময়। (মৃদুহাস্যে) হ্যাঁ, তুমি সর্প-গিরি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ ভৌগলিক সমিতিতে পাঠ ক'রো।

সুধীর। আর তুমি সেই উপত্যকাটার একটা বিস্তৃত বিবরণ Twinkling কাগজে পাঠিয়ে দিও।

রসময়। ছেড়ে দাও ওসব বাজে কথা। এখন যে এই বনে সূর্য্য-রশ্মিও প্রবেশ ক'চ্চে না। এত ঘন বন। পথ ত নাই-ই; তারপর, এখন যে দিক-নির্ণয় করাই কঠিন হয়ে প'ড়চে।

সুধীর। চল ত; যা হয় হবে।

[উভয়ের অগ্রসর।]

রসময়। না ভাই সুধীর, আর অগ্রসর হওয়া যায় না। এমন নিবিড় বন—অন্ধকারে গাছের ডাল ঠেলে ঠেলে কি যাওয়া যায়?

সুধীর। এ বনটা ত খুব প্রশস্ত নয়; সমুদ্র নিকট; ঐ জলকল্লোল শোনা যাচ্চে।

[উভয়ে কষ্টে অগ্রসর।

রসময়। না, না, আর নয়। আচ্ছা, ভৈরবী কেন আমাদের সঙ্গে না

এসে, ফরমাস্ ক'ল্লেন যে সমুদ্রের তীরে দেখা হবে? তিনি কোন্ পথে গেলেন?

সুধীর। তা কি জানি?

রসময়। ফাঁকি ত নয়?

সুধীর। ছি! তাও কি মনে স্থান দিতে 'আছে? হাঁট, হাঁট; দাঁড়ালে হবে না।

[উভয়ে অগ্রসর।]

রসময়। একে আর হাঁটা বলে না; এ একেবারে গুড়িমারা। গাছের ডালে ডালে এমন বেজ লেগে র'য়েচে, সাধ্য কি যে সোজা হ'য়ে দাঁড়াই।

সুধীর। কেমন পাখীরা গান ক'চ্চে!

রসময়। ক'চ্চে নাকি?

সুধীর। তুমি শুন্‌তে পাচ্চ না? সমুদ্রের গম্ভীর কল্লোলের সঙ্গে পাখীর মধুর তান কেমন মিশে যাচ্চে।

রসময়। মাথা হ'তে পা পর্য্যন্ত ঘাম গড়িয়ে পায়ের তলার মাটি ভিজিয়ে কাদা ক'রে ফেল্‌চে; তবু সে জলে জঠরানল নিবাতে পাচ্চে না। এ সময় কি কবিতা আসে?

সুধীর। তোমার খিদে পেয়েচে?

রসময়। কেন? কিছু খেতে দেবে নাকি? যখন সহ্য কর্ত্তে না পার্ব্ব, তখন গাছের পাতাই খাব।

[উভয়ে অগ্রসর।

সুধীর। গীত।

গহন কানন না চিনি মা পথ

শ্রান্ত দেহ মন।

ডাকি মা কাতরে   পড়িয়া আঁধারে
দেহ দরশন।
কলঙ্কের ভারি   বহি শিরোপরি
অবশ চরণ।
হাত নাহি আসে   পা নাহিগো বশে
খোল গো বন্ধন।
কলুষ কালিমা   মুছে, দেগো মা
আশীষ বচন।
দেহ দেহ জ্যোতি   হিয়া কাঁপে অতি
কাঁদে অভাজন।

রসময়। গীত।

গহন কানন
না চিনি মা পথ
শ্রান্ত দেহ মন।

রসময় ও সুধীর। গীত।

ডাকি মা কাতরে
পড়িয়া আঁধারে
দেহ দরশন।
কলঙ্কের ভারি
বহি শিরোপরি
সারাটি জীবন।
হাত নাহি আসে
পা নাহি গো বশে
খোল গো বন্ধন।

দেহ দেহ বল
পথের সম্বল
আমি দীন জন।
দেহ দেহ জ্যোতি
হিয়া কাঁপে অতি
কাঁদে অভাজন।

[উভয়ে অগ্রসর।]

রসময়। ঐ একটা আলো বামদিক থেকে আস্‌চে;

[উভয়ে দণ্ডায়মান।]

সুধীর। আমাদের দিকেই আস্‌চে। মা আমাদের প্রার্থনা শুনেচেন।

[বর্ত্তিকা হস্তে এক নারীর প্রবেশ।]

নারী। কেন এ বনে প্রবেশ করেচ?

সুধীর। আমরা মাতৃদর্শনে যাব।

নারী। আমি তোমাদের মাতা; আমি এই বনের দেবতা; আমার সঙ্গে এস।

(সুধীর ও রসময় নির্ব্বাক হইয়া দণ্ডায়মান।)

নারী। (ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে) এস, দাঁড়ালে কেন? এই আলোক (বর্ত্তিকা উত্তোলনপূর্ব্বক) তোমাদের পথপ্রদর্শক হ'বে। এইদিকে (বামদিকে) এস।

(রমণীর দুই এক পদ গমন; পশ্চাৎ ফিরিয়া)

কৈ, এস, বিলম্ব ক'র না।

সুধীর। আপনার ভ্রম হয়েচে; আপনি আমাদের মা নন। আমাদের মা এই বনের পরপারে যে সমুদ্র কল্লোল কচ্চে, সেখানে আছেন। আমরা তাঁর নিকট যাব। দয়া ক'রে আমাদিকে পথ দেখায়ে দেন।

নারী। (ক্রুদ্ধ হইয়া) পথ দেখায়ে দেব? কার হুকুমে আমার বনে ঢুকেচিস্? এখনি আমার জন্তুদিকে পাঠিয়ে দিচ্চি; তাদের উদরে যেয়ে বিশ্রামলাভ কর্।

[রমণীর দ্রুত প্রস্থান।]

রসময়। আলোটা অন্তর্হিত হ'তে বনটা আরো অন্ধকার হ'ল! এমন জমাটবাঁধা অন্ধকার পূর্ব্বে কখন দেখি নাই! মেয়েটা যে শাসিয়ে গেল!

সুধীর। ও আলোর চেয়ে এই জমাট আঁধারই ভাল। সমুদ্র আর বেশী দূরে নয়। শুন্‌তে পাচ্চ না জলের শব্দ কত স্পষ্ট।

[বর্ত্তিকা বাহিকা রমণীর পুনঃ প্রবেশ।]

রমণী। আর এক কথা। আমার সঙ্গে এস; তোমাদিগকে সোণার খনি দেখিয়ে দিচ্চি।

সুধীর। হীরার খনি দেখালেও আমরা যাব না। আমরা মাতৃসন্নিধানে যাচ্চি; সোণাতে এখন আমাদের মন বস্‌চে না।

রমণী। কিন্তু ব্যাঘ্রের উদরে চির নিদ্রায় নিদ্রিত হ'তে বেশ পরিষ্কাররূপে মন ব'স্‌চে?

[উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই রমণীর দ্রুত প্রস্থান।]

রসময়। এখনই যে বাঘ ভালুক পাঠিয়ে দেবে?

সুধীর। দেকই আগে।

[রসময়ের হাত ধরিয়া সুধীরের দ্রুত গমন।]

রসময়। অত জোরে পারি না ভাই।

সুধীর। পার্‌তেই হ'বে।

[নেপথ্যে ব্যাঘ্র গর্জ্জন।]

রসময়। ঐ! ঐ সুধীর!

সুধীর। আগে ত বাঘের ডাক শুনে অত ভয় পাওনি। এখন ভয় কর কেন ?

রসময়। মেয়েটা কি ব'লে গেল তা মনে নাই ?

সুধীর। কোন ভয় নেই ; এখানে বন কত ফাঁক হ'য়ে এসেচে। আর সেই ফাঁক দিয়ে সূর্য্যকিরণ দেখা দিয়েচে ।

রসময়। তবে এখনো রাত্রি হয় নি ?

সুধীর। (রসময়ের মুখের দিকে তাকাইয়া) হ্যাঁ, তুমি চোক বুজেই আছ যে ?

রসময়। না, না, আমি এই চোক চেয়ে রয়েচি।

[ধীরে প্রস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[সাগর তীর। সাগর নিস্তব্ধ। সাগরজলে অর্দ্ধবক্ষঃ নিমজ্জিতা হইয়া সাগরবালাগণ গান করিতেছে।]

গান।

নিধি-নন্দিনী বিচিত্রবরণী
মোদের বিচিত্র ভবন।
নীল জলতল, নিলয় নির্ম্মল
মীন সমাকুল, সুন্দর সুশোভন।
গিরি উপগিরি, আমরি আমরি,
সারি সারি সারি, রয়েচে মগন।
বন উপবন, নিবিড় কানন,
শুভ দরশন, দীর্ঘ আয়তন।
কত লতাজাল, জটিল শৈবাল
পাকাইয়া তাল, নিরবলম্বন।

শম্বুক শঙ্খ, অসংখ্য অসংখ্য,
চিতে নিশঃঙ্ক, করে ভ্রমণ।
বরাটিকা কত, পুরুভূজ যত,
প্রবাল বসত, নন্দিত মন।
হস্তী হাঁগর, ময়াল মকর,
সিল সুশুক, করে বিচরণ।
কত ধারা বহে, কত তারা দহে,
কত হীরা রহে, মুকুতা অগণন।
মোদের বিচিত্র ভবন॥

প্রথম সাগরবালা। ভাই, আয়না, খেলা করি।

দ্বিতীয় সাগরবালা। তবে তরঙ্গদের ডাক; তারা না হ'লে কি হয়?

তৃতীয় সাগরবালা। তবে সকলে মেলে তাই ডাকি।

গান।

আয়রে ঢেউ আয়।
রাঙ্গা রোদ মাখ্‌বি যদি গায়।
মন মাতানো খেলা যদি
ক'রবি সাগর গায়।
বস্‌বো তোদের ঘাড়ের ওপর
ছড়িয়ে দিয়ে পায়।
ফুৎকারে ফুটিয়ে ফেণা তোরা
চলবি গায়ে গায়।
মোরা ঢুল্‌ব ঘুমে ঝুমে ঝুমে
নাচেরি দোলায়।
তোরা গাহিবি সে গীত জগত মোহিত
যেন হ'য়ে যায়।

১ম সাঃ বাঃ। (কর্ণের পশ্চাতে পাণিতল রাখিয়া) আর ঐ ডাকে মায়।

সকলে। টুবুক্ ক'রে চলে যাই অতল তলায়।

[সাগরের তরঙ্গ গানের সঙ্গে সঙ্গে উত্থিত হইয়াছে। সাগর-বালাগণ তরঙ্গে লুকাইয়া গেল। রসময়, সুধীর ও ভৈরবীর প্রবেশ।]

ভৈরবী। এই, সেই দুঃখপারাবার। (অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়া) ঐ খানে তোমাদের মাতা বঙ্গরাণী সখীযুথ সমভিব্যাহারে হতশ্রী হ'য়ে বিদ্যমানা। চারিদিকে দুঃখসাগর পরিবৃতা। তথা হ'তে, ঐ দেখ, ঐ দেখ, অনাদর ও অপমানের ভীষণ তরঙ্গ-ভঙ্গের উত্থান পতনের তালে তালে মীনলোলুপ সাগরবিহঙ্গগণ খাদ্যান্বেষণে পক্ষচালনা ক'রচে। আর, ঐ শোন, কি বিকট চীৎকারই না ক'চ্চে।

সুধীর। (সক্রন্দনে) মা, মা, বঙ্গরাণী!

ভৈরবী। এই তরঙ্গকে তুচ্ছ ক'রতে পারলেই মাতৃসন্নিধানে যেতে পারবে।

রসময়। (স্বগতঃ) উঃ! কি ভয়ানক তুফান!

সুধীর। মা, মা।

[সুধীর সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভৈরবী তাহার অনুবর্ত্তিনী হইল। রসময় সাগরতীরে বসিয়া পড়িল।]

সুধীর। (কিয়দ্দূর সন্তরণ করিয়া, পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া) কৈ রসময়, রসময়!

ভৈরবী। এখন আর পশ্চাতে তাকিয়ো না। এই স্রোতে প'ড়েচি। এখনি মাতৃ-সন্নিধানে উপনীত হ'বে।

[ভৈরবী ও সুধীর অদৃশ্য হইয়া গেল। [

রসময়। (দাঁড়াইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে) সুধীর! সুধীর!

[পাগলিনীর উচ্চহাস্য করিতে করিতে প্রবেশ।]

রসময়। (ভয়ে) কে, কে ?

পাগলিনী। (সহাস্যে) তুমি কে ?

রসময়। (সভয়ে) আমি, আমি রসময়।

পাগলিনী। রসময় রসের সাগর।

আমার নাগর ॥

(বিকট হাস্য।)

চোক্ দুটী বেশ ডাগর ডাগর।

আমার নাগর, থাক্ হাঁগর ॥

[রসময়ের হস্তধারণ করিয়া সাগরে নিক্ষেপের উদ্যোগ।]

রসময়। (সভয়ে) না, না, না ! জলে ফেল না ; আমি সাঁতার জানি না। কল-তলার চৌবাচ্চা ভিন্ন আমি কখন অন্য জলে নাবি নাই।

পাগলিনী। নীরে ধীরে কর পার।

আমরা অবলা নারী

না জানি সাঁতার ॥

[পাগলিনীর প্রস্থান।]

রসময়। (সভয়ে) ওগো, যেও না, যেও না। আমাকে সঙ্গে লয়ে চল।

[পাপের প্রবেশ।]

পাপ। এই যে আমি। তোমার সঙ্গে লয়ে যাব।

রসময়। য়্যাঁ, য়্যাঁ দয়া ক'রে আমাকে এই বিপদ হ'তে উদ্ধার কর।

[উভয়ে আলিঙ্গন।]

(স্বগতঃ) রক্ষা পেলাম।

পাপ। আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য।

[সুধীর ও ভৈরবী বঙ্গরাণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। বঙ্গরাণীর রুক্ষকেশ আলুলায়িত; পরিধানে চির বসন; অলঙ্কার শূন্যা; সপ্তসখীরও সেই প্রকার। এক বেদীর উপর বঙ্গরাণী উপবিষ্টা; সখীগণ দণ্ডায়মানা।]

ভৈরবী। মা, দেবি, বঙ্গবাণী, তোমার সন্তান এসেচে। একবার তার মুখের পানে, হে পদ্মপলাশ-লোচনে, দৃষ্টিপাত কর। সে এসেচে, হে বালার্ক-বিনিন্দিত-কিরণ-চরণে, তার মস্তকে সর্ব্ব-শুভপ্রদ তোমার পদধুলি অর্পণ কর। সে অতি ভয়াতুর, হে সর্ব্বমঙ্গল প্রদায়িনি, তাকে বরাভয় প্রদান কর।

১ম সখী। কে? এ তাদের, যারা মোহ নিদ্রায় অভিভূত?

ভৈরবী। হাঁ, তাদের।

২য় সখী। কে? এ তাদের, যারা ভাই বোন্‌কে ভাই-বোন্ ব'লে চেনে না?

ভৈরবী। হাঁ, তাদের।

৩য় সখী। কে? এ তাদের, যারা আপনা ল'য়ে ব্যস্ত; ও তাই আপনাকে হারায়?

ভৈরবী। হাঁ, তাদের।

৪র্থ সখী। কে? এ তাদের, যারা অন্যের হিংসা করে, ও তারই আবার তোসামদ করে?

ভৈরবী। হাঁ, তাদের।

৫ম সখী। কে? এ তাদের, যারা নিজের কাজ নিজে না ক'রে, অন্যের নিকট ভিক্ষা মাগে?

ভৈরবী। হাঁ, তাদের।

৬ষ্ঠ সখী। কে? এ তাদের, যারা ভীরু ও কাপুরুষ এবং তাই বিকলাঙ্গ?

ভৈরবী। হাঁ, তাদের।

৭ম সখী। কে? এ তাদের, যারা মরিতে জানে না ব'লে ক্ষণে ক্ষণে মরে?

ভৈরবী। হাঁ, তাদেরই। ঐকান্তিক বাসনার বলে, এখানে আসবার অধিকার পেয়েচে। এবং মাতার আশীর্ব্বাদ লাভ ক'রে মানুষ হ'তে আকাঙ্ক্ষা রাখে।

বঙ্গরাণী। তবু, এসেচ; সহস্র বৎসর পরেও এসেচ। তবু মা ব'লে মনে প'ড়েচে। এস, এস বাছা, দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি।

পুত্র যদি কুপুত্র হয়,
মাতা কভু কুমাতা নয়।

সুধীর। মা, মা, জননী বঙ্গরাণী, আর কিছুই চাইনে মা, কি ক'রে তোমাকে রত্নসিংহাসনে বসাতে পারি, তারই আশীর্ব্বাদ কর, মা।

১ম সখী। সে দিন কি আসবে?

২য় সখী। তা কি সম্ভব?

৩য় সখী। তা কি পারবে?

৪র্থ সখী। কেন সে দিন আসবে না?

৫ম সখী। কেন তা অসম্ভব?

৬ষ্ঠ সখী। কেন পারবে না?

৭ম সখী। দেবীর আশীর্ব্বাদই যে অক্ষয় কবচ।

বঙ্গরাণী। পারবে শরীর শীতল রাখতে?

সুধীর। মা, তার উপায় ব'লে দাও।

বঙ্গরাণী। অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া।

সুধীর। মা তোমার আশীর্ব্বাদ লাভ ক'রে, তা পারব।

বঙ্গরাণী। পারবে অমর হ'তে ?

সুধীর। মা, অভয়ে, তার উপায় ব'লে দাও।

বঙ্গরাণী। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া।

সুধীর। মা, চারুচরণে, তোমার চরণামৃত পান ক'রে হাস্যমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রব।

বঙ্গরাণী। কথাশুনে প্রাণ আমার শীতল হ'চ্চে। বুঝিবা ঘোর নিশা অন্তর্হিতা হবে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ ক'রচি, তোমাদের জড়তা, তোমাদের অসাড়তা, তোমাদের কাপুরুষতা বিদূরিত হোক্। তোমাদের পূর্ব্বগৌরবের মহিমাময় স্মৃতি তোমাদের মানসক্ষেত্রে সুপ্রকাশিত হোক্। স্বর্গের সৌন্দর্য্য-জ্যোতি তোমাদের চক্ষে প্রতিভাত হোক্। তোমরা জ্ঞান-বলে, ভক্তিবলে, চরিত্রবলে, সংযমবলে, এবং বাহুবলে ধরাধামে বীর জাতি ব'লে পরিগণিত হও।

১ম সখী। অদ্য

২য় সখী। পরম শুভ মুহুর্ত্তে

৩য় সখী। এই শুভাশীর্ব্বাদ

৪র্থ সখী। সমস্ত

৫ম সখী। পুত্র কন্যার

৬ষ্ঠ সখী। প্রতি

৭ম সখী। বর্ষিত হইল।

বঙ্গরাণী। আত্মরক্ষা করা এবং শত্রুকে আঘাত করা জীবিতের ধর্ম্ম। সামান্য কীট পতঙ্গও তাহা করে। এই মহান্ সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম আমার পুত্রকন্যারা পরিহার ক'রে আমাকে এই দুঃখসাগরে

নিক্ষেপ করেচে ; এবং আপনারাও জগতে শৃগাল কুকুরের ন্যায় ঘৃণ্য ও বায়স গৃধ্রীর ন্যায় হেয় হ'য়েচে। তাদের মেধা আছে, স্মৃতি আছে, কিন্তু প্রাণ নাই। আমার আশীর্ব্বাদে তারা আজ হ'তে অনুপ্রাণিত হোক। তুমি লোকালয়ে ফিরে যাও। আমার আশীষ বচন গৃহে গৃহে প্রচার ক'রে আমার পুত্রকন্যাগণকে প্রবুদ্ধ কর। দৈত্য নিসূদন তোমাদের সহায় হোন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

সুধীর। ভাই বাঙালী তোমাদের দ্বারে দ্বারে কেঁদে কেঁদে এই কথা জানাচ্চি যে আর ঘুমিও না। মোহনিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে একবার নয়ন মেলে দেখ, সারা সংসার আজি কি বারতা ঘোষণা ক'চ্চে। একবার কাণপেতে শোন, কি শব্দ আস্‌চে ; সারা পৃথিবী সমর সাজে সজ্জিত ; বীরগণের পদভরে মেদিনী টলমল ক'চ্চে। ঐ শোন, ঐ শোন শানিতাস্ত্রের ঝণঝণা ; ঐ শোন, ঐ শোন কামানের মেঘমন্দ্র ধ্বনি। এত শব্দেও কি তোমাদের নিদ্রা ভঙ্গ হবে না ? তোমাদের রাজা, তোমাদের দেবতা, আজ তোমাদিকেও বীরসাজে সাজবার জন্যে আহ্বান করেচেন। বাঙালী, এমন শুভ মুহূর্ত্ত আর কখন ভাগ্যে আস্‌বে কি না, কে জানে ? তোমরা কি কেবলই ঘুমাবে—এপাশ ওপাশ ক'রবে, আর স্বপ্ন দেখ্‌বে ? স্বপ্নেও সুখ নাই—কেবলি ত দুঃস্বপ্ন দেখ—স্বপ্নে দৌড়াতে যাও—কিন্তু অগ্রসর হ'তে পার না—হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাও। এখন জাগ, জাগ, জাগ।

[হীরেন্দ্রের প্রবেশ ; সুধীরকে নমস্কার ও সুধীরের ইঙ্গিতে হীরেন্দ্র এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।]

বাঙালী, তোমার মান রক্ষাকর, তোমার দেশ রক্ষা কর,

তোমার রাজা, তোমার দেবতা, তোমাদিগের প্রতি চেয়ে রয়েচেন। স্বর্গ হতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উৎসুক হ'য়ে চেয়ে আছেন। অস্ত্রাগার তোমাদের জন্যে উন্মুক্ত। তোমরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হও। মানুষ হও। বাঙালীও যে মানুষ, বাঙালীও যে একটা জাতি, তা রাজত্ব রক্ষা ক'রে জগতকে জানিয়ে দাও, জানিয়ে দাও; জানিয়ে দাও। ভয় নাই, ভয় নাই, মৃত্যু ভীষণ জিনিস নয়। ভয় নাই ভয় নাই, সমরক্ষেত্র হইতে বীরগণ যশস্বী হয়ে ফিরে আসে। যদি সংসারের সুখাস্বাদন ক'রতে চাও—যদি পৃথিবী ভোগ ক'রতে চাও, তবে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ ক'রে রণক্ষেত্রে চল; "বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা"।

[অপরাপর পুরুষের প্রবেশ ।]

সুধীর। আপনাদের অভিপ্রায় কি ?

হীরেন্দ্র। বাঙালীও যে মানুষ, তা দেখাতে হবে। আমরা মেষশিশু নই, তা দেখাতে হবে। আমরা যে সিংহশাবক, তা দেখাতে হবে। যুদ্ধযাত্রা বাঙালী আগেও ক'রেচে। যুদ্ধজয় বাঙালী আগেও ক'রেচে। দেশজয় বাঙালী আগেও ক'রেচে। সেই মহা পুরুষদেরই শোণিত আমাদের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হ'চ্চে। আমরা যুদ্ধে যাব; জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে আমাদের বীরত্ব দেখ্‌বে। দেখ্‌বে বাঙালী কেমন কষ্ট সহিষ্ণু, দেখ্‌বে বাঙালী কেমন ধৈর্য্যশালী, দেখ্‌বে বাঙালী কেমন কর্ত্তব্য নিষ্ঠ, দেখ্‌বে বাঙালী কেমন সাহসী, দেখ্‌বে বাঙালী কেমন মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যু একবার। জন্মিলে যদি মরতেই হয়, তবে কেন ম্যালেরিয়ায় ম'রব—কেন কলেরায় ম'রব—কেন প্লেগে ম'রব—কেন শেয়াল কুকুরের মত ম'রব—কেন ইঁদুরের মত ম'রব? যদি ম'রতে হয়, তবে

মানুষের মত ম'রব—বীরের মত ম'রব—সহস্র শত্রু মেরে ম'রব।

সকলের গীত।

ছাড় অভিমান ছাড় অভিমান।
কৃষ্ণ খৃষ্ট যে যা ভক্ত
বীর সাজে সবে সাজ
শৈব বা শাক্ত, হিন্দু কি মোসলমান।
দ্বন্দ্ব দ্বেষ দূরে ফেলি
ভ্রাতায় ভ্রাতায় মেলি
হও আগুয়ান হও আগুয়ান॥

* * *

ঘোর ঘন গরজিছে কামান
কাণ পাতি সবে শোন
ঐ ডাকে পুনঃ পুনঃ
ধর ধর করে শানিত কৃপাণ॥

মা দিয়েছেন বর
কি ডর কি ডর
নাহি শঙ্কা মার ডঙ্কা
হও সমাবেশ বঙ্গের সন্তান॥

* * *

মর্ত্তে মাতা বঙ্গরাণী
পেয়েছি তাঁর অভয়বাণী
আশীষ দিলেন স্বর্গের স্বয়ং ভগবান
ছাড় অভিমান, ছাড় অভিমান॥

[তিনজন ভদ্র যুবকের প্রবেশ।]

১ম যু। কে মহাশয় আপনারা? আপনাদের গান শুনে আমাদের মন মেতে উঠেচে। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাব। কিন্তু আমরা যে নিরস্ত্র?

২য় যু। আমরা যে যুদ্ধ কর্ত্তে জানি না?

সুধীর। আমরা বঙ্গরাণীর সন্তান। তোমরাও বঙ্গরাণীর পুত্র। তোমাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার জন্যে এবং সশস্ত্র কর্ত্তে রাজপুরুষেরা সুবন্দোবস্ত করেচেন।

৩য় যু। তবে আমাদিগকে পাঠিয়ে দেন; আমাদের তিলার্দ্ধ বিলম্ব সহ্য হ'চ্চে না।

সুধীর। (হস্ত চালনা পূর্ব্বক) যান্ ঐ দিকে। ঐ খানে সমস্ত বন্দোবস্ত আছে।

[যুবকত্রয়ের প্রস্থান। সুধীর প্রভৃতির পুনরায় গীত।]

ছাড় অভিমান ছাড় অভিমান।
কৃষ্ণ খৃষ্ট যে যা ভক্ত
বীর সাজে সবে সাজ
শৈব বা শাক্ত, হিন্দু কি মোসলমান॥

["আমরা যুদ্ধে যাব" "আমরা যুদ্ধে যাব" বলিতে বলিতে নানা শ্রেণীর যুবকগণের প্রবেশ।]

সুধীর। যাবে?

যু-গণ। (সমস্বরে) নিশ্চয় যাব।

সুধীর। (হস্ত চালনাপূর্ব্বক) তবে ঐ দিকে।

[যুবকগণ প্রস্থান করিতে করিতে গাহিল।]

দ্বন্দ্ব দ্বেষ দূরে ফেলি
ভ্রাতায় ভ্রাতায় মেলি

হও আগুয়ান হও আগুয়ান।
ছাড় অভিমান, ছাড় অভিমান॥

সুধীর প্রভৃতি। ঘোর ঘন গরজিছে কামান
কাণ পাতি সবে শোন
ঐ ডাকে পুনঃপুনঃ
ধর ধর করে শাণিত কৃপাণ।

(নেপথ্যে)—মা দিয়েচেন বর
কি ডর কি ডর
নাহি শঙ্কা

[কয়েক জন শিক্ষিতা মহিলার প্রবেশ।]

মার ডঙ্কা
হও সমাবেশ বঙ্গের সন্তান।

১ম ম। মহাশয়, আমরা যুদ্ধে যাব।

সুধীর। কি! আপনারা! আপনারা কি যুদ্ধ কর্ত্তে পারবেন?

১ম ম। কেন পার্ব্ব না? পুরুষ যদি পারে, তবে নারী তা পার্ব্বে না কেন?

সুধীর। আপনারা স্ত্রীলোক, কোমলাঙ্গী। যুদ্ধ যাত্রায় অতিশয় পরিশ্রম, যুদ্ধক্ষেত্রে কত রাত্রি অনিদ্রায়, কত দিন অনসনে কাটাতে হয়; কত কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হয়; কত সময় একবিন্দু জলের অভাবে কণ্ঠতালু শুকিয়ে যায়।

২য় ম। মহাশয়, দুই পাঁচ জন অর্দ্ধ-শিক্ষিতা বা স্বল্প-শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের কথা ছেড়ে দিন, যারা কেবল নিজের বেশভূষাতে যে পরিশ্রম হয় তাতেই হাঁপিয়ে পড়ে, আর বাজে নবেল প'ড়তে যতটুকু রাত জাগ্‌তে হয়, তাই জাগে। কিন্তু,

তারা ভিন্ন বাংলার অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা সাংসারিক কাজে পুরুষের চেয়ে অধিক ভিন্ন কম পরিশ্রম করে না। আর, সন্তান লালনপালনে, পীড়িতের শুশ্রূষায়, স্বামীর পরিচর্য্যায় তারা যে কত রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করে, পুরুষ তার খবরও লয় না; সারা বৎসরে তারা যে কতদিন অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে কাটায় পুরুষ তা জানেও না; কত বার-ব্রতে তারা যে জলপর্য্যন্ত স্পর্শ করে না, পুরুষ তা মনেও রাখে না। খাবার বা ঘুমাবার একটু ব্যতিক্রমে পুরুষ একবারে নেতিয়ে পড়ে; কিন্তু নারী তা অবলীলাক্রমে নিঃশব্দে সহ্য করে। সেই পুরুষ যদি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার উপযুক্ত হয়, তবে নারী কি তাদের অপেক্ষা অধিক উপযুক্তা নয়?

সুধীর। কিন্তু রণস্থলের সেই রুধির ধারা, সেই মেঘমন্দ্র কামান গর্জ্জন ও সেই অগ্নিবর্ষণ!

৩য় ম। আপনি না বাঙালী? এই বাংলা দেশেই না কালিকা মূর্ত্তি— যাঁকে যুদ্ধের নামান্তর ব'ল্লেই হয়—এতকাল ধ'রে নারী-মূর্ত্তিতেই পূজা হ'য়ে আস্চে?

সুধীর। আমার অন্যায় হ'য়েচে। (করযোড়ে) অপরাধ ক্ষমা ক'রবেন। হাঁ, আপনারা পারবেন। বাংলার নারীজাতি যেমন কুসুমের ন্যায় কোমল, সেই রকম আবার বজ্রের মত কঠিন। এই উভয় গুণের সুখসম্মিলনে আপনাদের দ্বারা যুদ্ধের মধ্যে এক সুমহৎ কার্য্য সাধিত হতে পারবে। যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা কর্ত্তে, শুশ্রূষা কর্ত্তে, সান্ত্বনা দিতে, তাদিকে পুনরায় কার্য্যক্ষম করে দিতে আপনারা যেমন পারবেন, পুরুষ সেরূপ পারবে না। আহতগণের সেবা শুশ্রূষা করাও যুদ্ধের একটা প্রধান অঙ্গ; তা যেমন দয়ার কার্য্য, সেই রকম তাতেও

বীরত্ব, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের বিশেষ প্রয়োজন। আপনারা যেমন মূর্ত্তিমতী দয়া ও করুণা, সেইরূপ সাহস ও বিক্রমে স্বয়ং রণ-চণ্ডিকা। ভীষণাকার কামনের মুহুর্মুহু গর্জ্জনে রণক্ষেত্র যখন বিকম্পিত, এবং যখন তার ওপর অগ্নিশিখাময় জিহ্বা বিস্তার করে, কৃতান্ত নৃত্য করে, তখন মানুষকে রক্ষা কর্ত্তে আপনারা যেমন পার্‌বেন, অন্যে সেরূপ পার্ব্বে না। (হস্ত সঞ্চালন করিয়া) যান্ ঐ দিকে। দেখ্‌বেন আপনাদের উপযোগী সমস্ত বন্দোবস্ত আছে।

[মহিলাগণের প্রস্থান। এক যুবকের ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার পিতার প্রবেশ।]

পিতা। আরে যাস্ কোথা? ফের্, ফের্।

(পুত্রকে ধারণ।)

পুত্র। না বাবা, আপনি পায়ের ধুল দেন; তাই মাথায় মেখে আমি যুদ্ধে যাব। রাজার রাজ্য রক্ষা ক'রব।

পিতা। (ক্রোধে) না যেতে পাবি না। ব্যাটাকে প্রায় মানুষ ক'রে তুলেচি, আর, ব্যাটা ব'লে কিনা লড়ায়ে যাব! চল্ ব'ল্‌চি; বাড়ী ফিরে চল্। বাঁদরের এখন পালক গজিয়েচে কি না, তাই বাপ-মাকে ডোণ্ট কেয়ার।

যুবক। (সক্রন্দনে) না বাবা, ক্ষমা করুন; আমি যাব।

পিতা। (সক্রোধে) য়্যাঁ যাবি? যাবি? কৈ যা দেখি।

[পুত্রকে পিতা জড়াইয়া ধরিল; পুত্র ছাড়াইতে চেষ্টা করিল; উভয়ে মাটিতে গড়াগড়ি। "ওগো কর কি? কর কি?" বলিতে বলিতে যুবকের মাতার প্রবেশ। পুত্রকে পিতা ছাড়িয়া দিল। পুত্র দাঁড়াইয়া উঠিল। পিতা বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।]

মাতা। (স্বামীর প্রতি) কি লোক-হাসিটাই ক'র্ত্তে ব'সেচ!

পিতা। (ব্যঙ্গস্বরে) কি-কি লোক হাসিটাই ক'র্ত্তে ব'সেচ। তো-তো মাকে কে রাস্তায় বের হ'তে ব'লেছিল?

মাতা। সে যা হোক, এখন বাড়ীর মধ্যে চল।

পিতা। (ক্রোধে) আর, ছেলেটা, যার আজ বাদে কাল্ বিয়ে দিয়ে নগদ চার হাজার টাকা পকেটস্থ ক'রব, সেটা যাক্ কামানের মুখে ধোঁয়া হ'য়ে?

মাতা। এমন অকল্যাণকর কথা মুখে এনো না। বাছা আমার অক্ষয় হোক, চিরজীবী হোক।

[পুত্রকর্ত্তৃক মাতার পদধূলি গ্রহণ।]

(পুত্রকে চুম্বন করিয়া) যাও বাছা, যাও। লোকে যেন আমাকে বীর-প্রসবিনী ব'ল্‌তে পারে। এর চেয়ে আমার আর সৌভাগ্য কি?

(স্বামীর প্রতি) এস, বাড়ী এস; জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হবে এস।

পিতা। (ক্রোধে) যা, তুই যা। আ-আমি এখনি উকিলের বাড়ী যাচ্চি। অমন ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র ক'র্‌ব।

মাতা। (হাসিয়া) তা ক'রো এখন। এমন ধুলোমাকা গা নিয়েই কি উকিলের বাড়ী যেতে হয়?

(স্বামীর হস্তধারণ; উভয়ের প্রস্থান।)

যুবক। (সুধীরের প্রতি) সমস্তই ত স্বচক্ষে দেখ্‌লেন। এখন কি করি?

সুধীর। আপনি স্বেচ্ছাক্রমে যেতে চান?

যুবক। হ্যাঁ, খুব যেতে চাই।

সুধীর। তবে (পথ দেখাইয়া) ঐদিকে যান।

[যুবকের প্রস্থান ও একদল হিন্দু ও মুসলমান
যুবকের প্রবেশ।]

সুধীর। কি, আপনারা যুদ্ধ-শিক্ষা ক'র্‌বেন?

১ম যু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুধীর। (হস্তচালন দ্বারা পথ দেখাইয়া) যান্ ঐ দিকে। দেখ্‌তে পাবেন, সরকারি বন্দোবস্ত আছে।

[যুবকদলের প্রস্থান। এক বিধবার প্রবেশ ও তাহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার কাপড় টানিতে টানিতে
এক বৃদ্ধার অর্দ্ধ-প্রবেশ।]

বৃদ্ধা। ও অভাগির বেটি, তুই যাস্ কোথা লো?

বিধবা। স্ত্রীলোকেও যুদ্ধে যাচ্চে; আমিও যাব।

বৃদ্ধা। আ-মর্, হতভাগী ব'লে কি গো! তুই কি লো যুদ্ধে যাবি?

বিধবা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি হতভাগীই ত বটি; নইলে এমন দশা হবে কেন? এ জীবন ত এতদিন কোন কাজেই লাগে নাই। এখন দেখি, কোন কাজে লাগে কিনা।

বৃদ্ধা। আ-মর বেটি; বলে কি গো! কুলের বৌ ব'লে কিনা লড়ায়ে যাব!

বিধবা। হ্যাঁ আমি যাব। আমাকে ছাড়ুন; অনেক ভদ্রকুলের মেয়েরা যাচ্চে।

বৃদ্ধা। ওলো, সেখানে তোপের মুখে যে ম'রে যাবি?

বিধবা। মরণ আমার নেই; থাক্‌লে ত ভাল হ'ত। আর যদিই মরি, তাতেই বা দুঃখ কি? বরং একটা সৌভাগ্য যে একটা কাজের মত কাজে জীবনটা পাত ক'র্‌তে পেরেচি।

[বৃদ্ধার হস্ত হইতে অঞ্চল ছাড়াইয়া লইয়া অগ্রসর;
বৃদ্ধার প্রস্থান ও নেপথ্যে
"বেটী বুঝি বেহ্মজ্ঞানী হ'ল?"]

বিধবা। গীত।

মাগো রক্ষাকালী
রাজ্য-রক্ষাকালে মাগো
দিও তব পদধূলি।

সংসারে মা নাই সুখ
পুড়ে গেচে পোড়া মুখ
কেড়ে যবে নিলি মাগো,
আমার সেই নয়ন-পুতুলি॥

থাকি কেবল একন্তর
দিন রাত খাটাই গতর
তবু তাদের হই মা পর
পণ্ডশ্রম সকলি॥

বইব না মা আর ভূতের বোঝা
পথ প'ড়েচে বড়ই সোজা
ভেবে তোর অভয়পদ মা
চ'লে যাব রণস্থলী॥

সাধব গিয়ে রাজার কাজ
ক'রব না আর মিছে লাজ
অরি শিরে হান্‌তে বাজ
প্রাণ হয়েচে কুতূহলী॥

যুঝব হ'য়ে আনন্দিত
শত্রুশোণিত ক'রব পাত
ওমা, ধ'রব তোর বিধুবদনে
পান ক'রবি মা মুণ্ডমালী॥

সুধীর। কি, আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন ?

বিধবা। (নতমুখে) যাব।

সুধীর। যান্ ঐদিকে (পথ দেখাইয়া); কোন ভয় নেই; কোন চিন্তা নেই। মা বঙ্গরাণীর আশীর্ব্বাদই অক্ষয়-কবচ।

[বিধবার প্রস্থান; একদল মুসলমান পুরুষের প্রবেশ।
সুধীরের সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন পথ দেখাইয়া
দিল। মুসলমান পুরুষগণের প্রস্থান।
সুধীর প্রভৃতি গান ধরিল]

ছাড় অভিমান ছাড় অভিমান
কৃষ্ট খৃষ্ট যে যা ভজ
বীরসাজে সবে সাজ
শৈব বা শাক্ত হিন্দু কি মোসলমান।

[খঞ্জনী হস্তে এক বৈষ্ণবীর প্রবেশ ও গানে যোগদান।]

দ্বন্দ্ব দ্বেষ দূরে ফেলি
ভ্রাতায় ভ্রাতায় মেলি
হও আগুয়ান, হও আগুয়ান॥
ঘোর ঘন গরজিছে কামান
কাণ পাতি সবে শোন
ঐ ডাকে পুনঃ পুনঃ
ধর ধর করে শাণিত কৃপাণ॥
মা দিয়েচেন বর
কি ডর কি ডর
নাহি শঙ্কা মার ডঙ্কা
হও সমাবেশ বঙ্গের সন্তান॥

মর্ত্তে মাতা বঙ্গরাণী
পেয়েচি তার অভয়বাণী।
আশীষ্ দিলেন স্বর্গের স্বয়ং ভগবান।
ছাড় অভিমান, ছাড় অভিমান॥

[সর্ব্বাঙ্গে তিলক, নামাবলী গাত্রে এক বৈষ্ণবের প্রবেশ।
এবং ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ।]

বৈষ্ণব। বা! এই যে। তাই বলি, তোর গলার আওয়াজ কি লুকানো থাকে? (সুধীর প্রভৃতির প্রতি) বলি ও বাবুরা, বৈষ্ণবীকে নিয়ে এতক্ষণ ত খুব গানটান ক'ল্লেন। এখন ছিকিষ্টের নামে কিঞ্চিৎ বক্‌সিস্ টক্‌সিস দেন, নিয়ে আমরা আখ্‌ড়ায় যাই।

বৈষ্ণবী। তুমি ফিরে যাও। আমি আর তোমার সঙ্গে যাব না।

বৈষ্ণব। য়্যাঁ! (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বিস্ফারিতনেত্রে ইতস্ততঃ দর্শন করিয়া) য়্যাঁ কি ব'ল্লি?

বৈষ্ণবী। আমি যুদ্ধে যাব—তোমার সঙ্গে যাব না।

বৈষ্ণব। ধর্ম্ম খোয়াবি?

বৈষ্ণবী। (হাত নাড়িয়া) আরে রেখে দাও তোমার ধর্ম্মটর্ম্ম। যাও, যাও, হাটে হাঁড়ি আর ভেঙ্গো না।

বৈষ্ণব। ছিকিষ্টে প্রাণমন অর্পন ক'রেচিস, তা, মনে নাই বুঝি?

বৈষ্ণবী। যাও যাও বাওয়াজী, আর কথা বাড়িও না।

বৈষ্ণব। (ক্রোধে) তোকে খেতুরের মেলা হ'তে পাঁচসিকে কড়ি দিয়ে যে কিনে এনেচি, তা মনে বুঝি নাই?

বৈষ্ণবী। খুব, খুব মনে আছে। তা অনেকদিন শোধ হ'য়ে গেছে। এখন আর পাঁচসিকে খরচ করগে। মেলারও বড় বিলম্ব নাই।

বৈষ্ণব। (সক্রন্দনে) ওরে বাপ্‌রে—পাষাণী বলে কি রে! ও ছিকিষ্ট,

ও রিষিকেশ, আমি ওকে ছেড়ে কি ক'রে থাক্‌ব? (করুণ-স্বরে) স্থাথ্‌ আর কাঁদাস না আমাকে, তোর পাপ হবে। আয়, আয় এই (বৈষ্ণবীর পদস্পর্শ করিয়া) এই, দেহি পদ পল্লব মুদারং।

বৈষ্ণবী। (সহাস্যে পদসঞ্চালন দ্বারা বৈষ্ণবের কর ছাড়াইয়া সুধীরের প্রতি) এই ভণ্ডটার হাত হ'তে আমাকে রক্ষা করুন। কোথা, কি করে, যুদ্ধ শিখ্‌তে হবে, তার উপায় ক'রে দিন।

সুধীর। তুমি নিশ্চয় যাবে?

বৈষ্ণবী। তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্চেন? আমি যাব। ইহ্‌জন্মে যে পাপ করেছি তা, যুদ্ধক্ষেত্রের আগুনে পুড়িয়ে, একবারও যদি শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণভরে ডেকে থাকি, তবে সেই আগুনের মধ্যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারীর দর্শন পাব।

সুধীর। যাও ঐদিকে। অনেক স্ত্রীলোক গিয়েচেন। প্রধান কাজ আহতদের সেবা করা।

বৈষ্ণবী। তাই ক'রব।

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান। পটক্ষেপণ।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[রাজপথ, যুদ্ধে গমনোদ্যত বাঙালী সৈন্য কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান।]

গীত।

জয় জয় বিজয়-বিধায়িনী জননী, জননী।
জয় নীল জলধিজল
যাঁহার চরণতল;
জয় হেমময়ী হিম শৈল-শেখরিণী।

জয় করুণা কুলু কুলু
ধারা মন্দাকিনী
হৃদয়ে ধারিণী ধরণী, ধরণী।

জয় শ্যামল সুন্দরী
শ্বেতাম্বরী ;
জয় ভ্রমর-অঙ্কন-কুসুম-কঙ্কন শোভিনী।

জয় কোকিল কল-ভাষিণী
বঙ্গরাণী
জয় পুণ্যময়ী অন্নদায়িনী, দায়িনী।

[শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

[রসময়ের বৈঠকখানা। রসময় আরাম-চৌকিতে উপবেশনের পর দণ্ডায়মান।]

রসময়। আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্চি যে দেশের লোকগুলো হ'ল কি? লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে বাঙালীর ছেলে যাচ্চে কোথায়? না, যুদ্ধে। মেয়েগুলোও ঐ হুজুগে মেতে উঠেচে; তারা যাচ্চে যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা ক'রবে ব'লে। এর চেয়ে পাগলামী আর কি আছে? বুদ্ধিমান ব'লে আমাদের একটা সুনাম ছিল। কিন্তু বাঙালীর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্চে; তারা যাচ্চে সেপাই হ'তে! তারা যাচ্চে বন্দুক ধ'রতে! তারা যাচ্চে কামান দাগতে! হাঁ, মানি, স্বদেশ-সেবা ব'লে একটা কথা আছে। স্বদেশ-সেবকদের একটা খোস্‌নামিও আছে;

আবার বিপদও আছে। ততটা স্বদেশসেবক হওয়া যায়, যতটায় কেবল খোস্‌নামি আছে, কিন্তু বিপদ নাই। জ্বলন্ত আগুনের সম্মুখে যাওয়া, আর, যুদ্ধে যাওয়া ত একই কথা। যুদ্ধ ক'রে স্বদেশ সেবা করা যে, কতটা সঙ্গত, তা, ব'লতে পারি না। অল্পবিস্তর অর্থ নাশ, অল্পবিস্তর সময় নষ্ট—হাঁ ক'রতে পার; যদি তাতে স্বদেশসেবা করা হয় ত হোক্। কারণ, এই স্বদেশ সেবাটাও নাকি ধর্ম্মের একটা অঙ্গ বলে শুন্‌তে পাওয়া যাচ্চে। স্বদেশ সেবাটা যে ঠিক কি, আর এর জন্যে মানুষ কতটা স্বার্থ নির্ব্বিঘ্নে ত্যাগ ক'রতে পারে, এ বিষয়ে দিন দিন আমার একটা সন্দেহ গভীর হ'তে গভীরতর হ'য়ে উঠচে। এক সময় ছিল, যখন সকল জিনিস তলিয়ে দেখ্‌বার চোক্ ফোটে নেই—পূর্ব্বাপর বিবেচনা ক'রবার ক্ষমতা হয় নেই—কার্য্যকারণ বিচার ক'রবার যোগ্যতা হয় নেই। তখন মনের উদ্দাম উৎসাহে স্বদেশের নামে কতই না মেতে উঠেচি; এখন সে সব কথা মনে প'ড়লে আপনা-আপনি হাসি পায়—নিজের নিকট নিজেরই লজ্জা আসে। আচ্ছা, স্বদেশটাই বা কি, আর স্বজাতিটাই বা কি? এই যে কমলানেবুর আকৃতি বিশিষ্ট পৃথিবী—যার তিনভাগ জল ও এক ভাগ স্থল—এর একটু অংশই যদি স্বদেশ বলে মানা যায়; আর, রাম শ্যাম যদু, আর না হয়, তাদের সঙ্গে চয়েনুদ্দীন্ ফয়েজউদ্দীন্ করিম সেখকেও যোগ করা যায়, তবে যদি সেই যোগফলটাকে স্বজাত বলে ধরা যায়, তা হলেও এদের জন্যে নিজের ক্ষতি ক'রবার ত বিশেষ কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। অঙ্কশাস্ত্রের চেয়ে ত আর প্রত্যক্ষ শাস্ত্র নাই; দুই আর দুই, যোগ ক'রলে চার ভিন্ন কোন অবস্থাতেই তিন কিম্বা পাঁচ

হয় না; দশ হ'তে পাঁচ বিয়োগ ক'রলে কোন অবস্থাতেই পাঁচ ভিন্ন চার কিম্বা ছয় হয় না—হ'তে পারেও না। এই অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে দেখা যাক্, স্বজাতির জন্যে, কিম্বা সেই যে স্বদেশ, তার জন্যে, আমি ত্যাগ স্বীকার করি—টাকাই ধরা যাক্—যেন সে ত্যাগস্বীকারটা নগদ লক্ষ টাকা, অথবা তার মূল্য লক্ষ টাকা। তাতে কি হয়? আমি লক্ষ টাকা নষ্ট করি, যা রাম শ্যাম যদু, আর, চয়েনউদ্দীন ফয়েজউদ্দীন ও করিম সেথ ভাগ করে লয়। আমি হয়ে যাই মাইনাস্; আর ওরা হয়ে যায় প্লাস্। আমি যে ত্যাগস্বীকার ক'রলাম, তার ফলে আমার ক্ষতি এবং অন্যের লাভ। তবে অবশ্য, সমাজে বাস করতে হ'লে, রাত পোহালে পাঁচজনের নিকট মুখ দেখাতে হ'লে খোসনাম লাভ করাতে একটা সুখ আছে। এই সুখটার জন্যে এর ন্যায্য মূল্য দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যুদ্ধে যেয়ে ফিরে আসা অপেক্ষা মৃত্যুর সম্ভাবনাই অধিক। যদি মরেই গেলাম, তবে আর সে প্রশংসা আমি শুন্‌তে পাব না; আর তার সুখও অনুভব কর্ত্তে পাব না। তা হলেই, এমন একটা জিনিসের জন্যে প্রাণ দিলাম; যে জিনিস প্রাণ দিলে আর মোটেই পাওয়া যেতে পারে না। একটা কেমন মস্ত ফেলাসী! কিন্তু বাঙালী মেতে উঠেচে—তারা প্রাণপণ করেচে—তারা নাকি বীরের জাতি হবে। হুজুগের হাওয়ায় যদি হয়—হোক্। (হাস্য) দিব্যি এই ক'লকাতায় ইলেক্‌ট্রিক পাথার নীচে আরাম চৌকিতে ব'সে ব'সে, আমিও তোফা বীর ব'লে গণ্য হব। এ মন্দ নয়। দরকারমত অল্পবিস্তর সহানুভূতি দেখিয়ে, সামান্য কিছু বা খরচ করে, কখন বা একটু আধটু সময় দিয়ে—প্রশংসা পাওয়াও মন্দ হবে না।

[সনৎকুমারের প্রবেশ।]

(সস্নেহে) কি সনৎ! এত সকাল সকাল কলেজ হ'তে এসেচ যে ?

সনৎ। আমাদের কলেজে আজ পড়া হয় নাই। University Corps গঠনের জন্য meeting হয়েছিল।

রসময়। বটে! বেশ। তোমাদের পরীক্ষাও ত নিকট হ'য়ে এলো; এবার খুব ভাল ক'রে পড়। এবারও কম্‌পিট্‌ ক'র্ত্তে হবে।

সনৎ। আমি কিন্তু।

রসময়। কিন্তু কি? কম্‌পিট্‌ কর্ত্তে পারবে কিনা সন্দেহ ক'রচ? কেন, কোন্ বিষয়ে সন্দেহ? আর একজন প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত ক'রে দেব।

সনৎ। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) এ বৎসর পরীক্ষা না দিয়ে যুদ্ধে যেতে চাচ্চি; নামও একরকম দিয়েচি।

রসময়। (সহাস্যে) যুদ্ধে! কেন?

সনৎ। অনেকেই যাচ্চে; এ সুযোগ সকল সময় পাওয়া যাবে না; এখন আপনি ও মা অনুমতি দিলেই আমারও যাওয়া হয়।

রসময়। সে অনুমতি পাবে না।

[সনৎকুমার সজলনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।]

তোমার চোকে জল কেন? কোন অসুখ ক'রেচে?

সনৎ। বড় আশা করেছিলাম যে আপনার অনুমতি পাব।

রসময়। তুমি বালক; তোমার হিতাহিত বিবেচনা ক'রবার এখনো শক্তি হয় নেই। যুদ্ধে গেলে লাভ বিশেষ কিছুই নেই; বরং ক্ষতি একপ্রকার, না, একপ্রকারই বা কেন, সুনিশ্চিত।

সনৎ। অবশ্য আমি বালক। আপনাদের নিকট চিরকালই বালক

থাক্‌ব। কিন্তু যুদ্ধে গেলে ক্ষতি ত একবারেই নেই, কিন্তু লাভই সম্পূর্ণ।

রসময়। কি ক'রে?

সনৎ। বাঙালীরা বহুকাল লড়াই কর্ত্তে পায় নাই; তাই তাদের লড়াই ক'রবার বৃত্তিটা পর্য্যন্ত অসাড় হ'য়ে গেছে। যেমন কোন অঙ্গের চালনা ও ব্যবহার না থাক্‌লে, সেটা অকর্ম্মণ্য হ'য়ে যায়, সেইরূপ মানুষের মানসিক বৃত্তিগুলিও চালনা ও ব্যবহারের অভাবে নষ্টপ্রায় হ'য়ে যায়। যুদ্ধবিষয়ে বাঙালীদের তাই হ'য়েচে। এখন যুদ্ধে যাবার জন্যে ঘটনাচক্রে তাদের ডাক্ প'ড়েচে। যুদ্ধবিদ্যা শিখ্‌তে তাদের নিমন্ত্রণ এসেচে। এ নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রলে বাঙালী একটা জাতির মত জাতি হ'য়ে উঠ্‌তে পা'রবে। এতে যদি কেউ ম'রেও যায়, তবে সে যে ম'রেই অমর হবে, বাবা। সেই ত মস্ত লাভ।

রসময়। (স্বগতঃ) কলেজের মিটিংয়ের বক্তৃতার কথাগুলি তোতাপাখী বেশ আওড়াচ্চে। (প্রকাশ্যে) ও সব খুব ভাল কথা; ভাল কথা ব'লেই মুখে ব'ল্‌তে বেশ সাজে। সাজিয়ে লেখ্‌তে পাল্লেও বেশ ভাল কাব্য হয়। কিন্তু কবিতা ভিন্ন তা আর কিছু নয়। চন্দ্রের কিরণে যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, সেই প্রকার উত্তপ্ত গোলাতেও শরীর স্নিগ্ধ হয় না।

সনৎ। কিন্তু বড় ভরসা ক'রেছিলাম যে, অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ পেয়ে স্বদেশ ও স্বজাতির মুখোজ্জ্বল কর্ত্তে যাব।

রসময়। শোন সনৎ! যৌবনের পূর্ণ উৎসাহের আবেগে আমিও তোমার মতই ভাবতাম। এর জন্যে অনেক কষ্টও সহ্য করেচি। কিন্তু যৌবন যখন চলে গেল, উৎসাহের আবেগ কমে এলো, বিবেচনাশক্তির যখন স্ফুরণ হ'ল, তখন বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে

কিসে স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গল হবে। দেশ একটা জড়-পদার্থ, পৃথিবীর কতকটা অংশমাত্র; আর স্বজাতি হ'চ্চে কতকগুলা লোকের সমষ্টি; যার মধ্যে আমিও একজন, তুমিও একজন। আমার উন্নতি আমি করি, তোমার উন্নতি তুমি কর, সেইরূপ অন্যেও আপন আপন উন্নতি করুক; নিজের উন্নতির পথ রুদ্ধ না ক'রে অপরের উন্নতিতে সাহায্য কর; স্বজাতি আপনা আপনি উন্নত হ'বে; আপনা আপনি স্বজাতির মুখোজ্জ্বল হ'বে। সেই যে স্বজাতি, তার যখন মুখোজ্জ্বল হবে, তখন সেই স্বজাতি পৃথিবীর যে অংশটায় ঘরদোর তৈয়ারি ক'রে, খায়-দায়-ঘুমায় সেটারও ত ব'ল্‌তে পার, অলঙ্কার হিসাবে, যে মুখোজ্জ্বল হ'ল।

সনৎ। যদি অনুমতি করেন, তবে একটা কথা বলি।

রসময়। কি বল।

সনৎ। আমার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, এমন কি তাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশেরও পৃথক পৃথক প্রাণ আছে এবং পৃথক পৃথক মৃত্যু আছে। কিন্তু আমি আমার কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টি নই; আমি তার চেয়ে আরো বেশী। সেই রকম এই যে বাঙালীজাতি—এ সমস্ত বাঙালী নরনারীর কেবলমাত্র সমষ্টি নয়; কিন্তু তার চেয়ে আরো বেশী। আর এই যে দেশ, যাতে একটা জাতির মায়ামমতা সুখ-দুঃখ বিজড়িত, সেটা অন্ততঃ সেই জাতির নিকট জড়পদার্থ নয়। বিদেশ হইতে মানুষ যখন স্বদেশে ফেরে, তখন দূর হ'তে সেই স্বদেশের ক্ষীণরেখা দেখেই তার মনে আনন্দ আসে—তার আত্মীয়-স্বজন সে দেশে না থাক্‌লেও আনন্দ আসে। কেন আসে? তার নিকট সেই দেশেরও প্রাণ আছে ব'লেই সেই আনন্দ হয় না কি?

রসময়। (বিরক্তভাবে) তা থাক্। আপনার উন্নতি, আপনার মঙ্গল সর্ব্বাগ্রে; তার পর, যদি ফুরসুৎ থাকে, তবে অপরের মঙ্গল —যাকে স্বজাতি বল্‌চ, তার মঙ্গল—যাকে স্বদেশ বল্‌চ, তার মঙ্গল।

সনৎ। বোধ হয়, এরই বিপরীত। মঙ্গলের চেষ্টা কেন্দ্রের দিকে না হ'য়ে পরিধির দিকে অগ্রসর হওয়াই বোধ হয় মঙ্গলময়ের অভিপ্রায়। আমাদের হাত পা বাহিরের দিকে বিস্তৃত; আমাদের বুকের ভিতর আবদ্ধ নয়। স্বজাতির ও স্বদেশের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা না ক'রে, কেবল আপনার মঙ্গল চেষ্টায় মানুষের অধিকার নাই।

রসময়। (ক্রোধে) নির্ব্বোধ, যুদ্ধে যাওয়া হবে না। পাস কর্ত্তে হবে। টাকা রোজকার কর্ত্তে হবে। মানুষ হ'তে হবে।

সনৎ। দাদা পশ্চিম বেড়াতে যাবার নাম ক'রে বেরিয়ে ছিলেন। এখন তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে, তা জানেন?

রসময়। কে? অবিন্? যুদ্ধক্ষেত্রে?

সনৎ। হাঁ; তিনি না ব'লে চলে গেলেন। আর আমি অনুমতি চাইতে এসিচি ব'লে আপনি রাগ ক'চ্চেন।

রসময়। কে? অবিন? যুদ্ধ কর্ত্তে গেছে? কৈ, আমি ত জান্‌তাম না। খবরের কাগজে ত তার নাম দেখি নাই। তাই, আজ একমাস ধ'রে তার কোন চিঠিই পাই নাই। মনে ক'রেছিলাম যে, এখান-সেখান ক'রে বেড়াচ্চে; ভালই আছে। কিন্তু তুমি কি ক'রে জান্‌লে যে সে লড়ায়ে গেছে।

সনৎ। আমি আজ তাঁর চিঠি পেয়েচি। লিখেচেন যে ভাল আছেন।

রসময়। অবিন যুদ্ধ ক'চ্চে! হুজুক্ এসে আমার বাড়ীতেও পৌছে আমার ছেলেকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে! আমাকে না ব'লে

অবিন যুদ্ধ কর্ত্তে গেল? কে তাকে ভর্ত্তী ক'রল? কেন তাকে—অবিনকে—যুদ্ধে যেতে দিল? কি অন্যায়! কি অবিচার! আমার মত স্বদেশহিতৈষী কে আছে? আমার মত ত্যাগ স্বীকার কয়টা লোক ক'র্ত্তে পারে? কিন্তু তা ব'লে অবিন কেন যুদ্ধে যাবে? কেন আমার ছেলে কামানের মুখে যাবে? এই হুজুক বন্ধ ক'রতে হবে। নইলে গৃহস্থের সোয়াস্তি নেই।

সনৎ । আমিও যুদ্ধে যেতে চাই; আমাদের কলেজের অনেকেই যাবে।

রসময়। (ক্রোধে) না, যুদ্ধে যাওয়া হবে না; যুদ্ধে যাওয়া চ'লবে না।

সনৎ । না গেলে আমার মনের শান্তি থাকবে না। দেশ রক্ষা ক'র্ত্তে, শত্রুজয় ক'র্ত্তে, যদি কিছুমাত্রও চেষ্টা না করি, তবে আর এ জীবনের দাম কি?

রসময়। (সক্রোধে) হুজুক এসে আমার একটা ছেলেকে কেড়ে নিয়ে গেছে—আর একটা ছেলেকে টানাটানি ক'রচে। এই হুজুক, এই দেশহিতৈষিতা, এই বীরজাতি হওয়া, এই পাগলামিকে নষ্ট ক'র্ত্তে হবে। উঃ! সেই বাঁদর সুধ্‌রেটা এই হওয়া তুলেচে। নির্ব্বোধ! অপদার্থ ভবঘুরে!

[বেহারা আলবালায় কলিকা রাখিয়া দিল; রসময় তাহাতে পদাঘাত করিল। বেহারার ভয়ে প্রস্থান।]

তার মুণ্ডপাৎ কর্ত্তে হবে; তার ভণ্ডামী নষ্ট ক'র্ত্তে হবে।

সনৎ । বাঙালীকে যুদ্ধ ক'র্ত্তে রাজা ডেকেচেন। সুধীর বাবু তাঁর সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় ক'রে এই সৈন্য সংগ্রহ কার্য্যে অর্পণ করেচেন।

রসময়। (ক্রোধ ও ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে) খুব একটা মস্ত কাজ করেচেন।

তাকে আমি চিনি; সে আমারই বন্ধু ছিল। তার মাথা খারাপ হওয়ার পর হতে আমরা পরস্পর অপরিচিত।

সনৎ । তাঁর মাথা খারাপ হয় নাই।

রসময়। (ক্রোধে) যাও!

সনৎ । আমি যুদ্ধে চল্লাম।

[সনৎকুমারের প্রস্থান।]

রসময়। নিষ্ঠুর! অকৃতজ্ঞ! নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ সন্তান! নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ জগৎ! বক্ষের রক্ত দিয়ে সন্তান লালন পালন কর—সে তোমার বক্ষে ছুরি মারবে। বক্ষের রক্ত দিয়ে পৃথিবীর উপকার কর, পৃথিবী তোমার বক্ষে পদাঘাত ক'রবে। উপকার! উপকার! মহাপাপ! উপকার করা মহাপাপ! সকল পুত্রই পিতার পরম শত্রু। সকল মানুষই মানুষের শত্রু। মানুষের বিষেই মানুষকে জর্জ্জরিত করে।

[নেপথ্যে "বাবা, বাবা।" রসময় নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।
মানদার প্রবেশ।]

মানদা। (আনন্দ স্বরে) বাবা, তোমাকে একটা ভারি সুখবর শোনাতে এলাম। আমি সেবিকাদলে নাম লিখিয়েচি। আমাদের ক্লাসের প্রায় সকল মেয়েই নাম দিয়েচে। আমাদেরই স্কুল হ'তে একটা দল গঠিত হবে। আমাদের শিক্ষয়িত্রীরা প্রায় সকলেই যাচ্চেন। বাবা, আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ফিরে আসব, তখন তোমার জন্যে কোন না কোন জিনিস নিদর্শন স্বরূপ নিয়ে আস্‌বই আস্‌ব। আজ আমাদিকে স্কুল যেতে হবে না। কাল ৭টার সময় আমাদের গাড়ী আস্‌বে। আমাদিকে রোগী শশ্রূষা, ক্ষত চিকিৎসা, আর সব কি কি, দুইমাস ধ'রে শেখাবে। তা ছাড়া কিছু কিছু কাওয়াজ ও

অস্ত্রচালনা শিখ্‌তে হবে। আমাদের পোষাকে শাদা জমির ওপর লাল ক্রুশ চিহ্ন থাক্‌বে। কেমন, ভাল নয়, বাবা? এই কথা ব'লতে এসেছিলাম।

[প্রস্থান।]

রসময়। (মস্তকের চুল টানিতে টানিতে) যাব কোথা? ঘরে বাইরে শত্রু। উর্দ্ধে, নিম্নে, চতুর্দ্দিকে বিষ! বিষ! বিষ! গা জ্বলে যাচ্চে! চোক্ দিয়ে কান দিয়ে আগুন বের হ'চ্চে। (পদাঘাত) এই মাটিতে বিষ। (হস্ত সঞ্চালন করিয়া) এই হাওয়ায় বিষ। বিষে ভরা এই সংসার। (লম্ফ) না, এই পাপ মাটি আর ছেঁাব না, (পুনরায় লম্ফ) এই পাপ মাটি আর ছেঁাব না। (বার বার লম্ফ ও স্বীয় কেশাকর্ষণ) এই পাপমাটি আর ছোঁব না। (নাসিকায় হস্ত দিয়া) এই পাপ বাতাশে আর শ্বাস প্রশ্বাস ক'রব না। (নাসিকায় হস্ত দিয়া উল্লম্ফন করিতে করিতে) পাপ! পাপ! বিষ! বিষ! বিষ!

[নেপথ্যে ভেরী রব; ব্যাঙের শব্দ। একবার বা নাসিকায়, একবার কর্ণে হস্ত দিয়া লাফাইতে লাফাইতে]

বিষ! বিষ! হলাহলে গ্রাস কর্ত্তে আস্‌চে।

[নেপথ্যে পুনরায় ভেরীর রব।]

বিষ! ঐ গ্রাস করে! ঐ গ্রাস করে!

[বেগে প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

(রাজপথ।)

[সেবিকা-সৈন্যের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন। তাহাদের পরিধানে গৈরিক-বর্ণের সাড়ী ; তাহা কতকটা মালকোচা মারা। গাত্রে থাকি বর্ণের জ্যাকেট। তাহা কতকটা কোটের ন্যায়। ইহা ভিন্ন, শাদা এপ্রন ; মাথায় টুপি ও হস্তে বন্দুক। তাহাদের বাহুতে শাদা জমিনের উপর লাল ক্রশ ; তাহাদের এপ্রনে লাল ক্রশ ; এবং টুপিতেও শাদা জমিনের উপর লাল ক্রশ। সেবিকাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইতে যাইতে গান গাহিতেছে।]

গীত।

সর্ব্বকর্ম্ম পরিহরি, বীর সেবা করি
আমরা বঙ্গ নারী।
শত্রুমিত্র নাহি মানি
সকলে আপনা গণি
বেথার বেথী হইগো তাদের
তাদের লাগ্‌লে গায়ে তরবারি।

*   *   *

গোলার ঘায়ে মুর্চ্ছা গেলে
দৌড়ে গিয়ে ধরি তুলে
থাক্‌লে প্রাণ
ঢেলে প্রাণ
প্রাণ বাঁচাই তার যদিগো পারি।

*   *   *

যখন শুখায় রসনা
করি সান্ত্বনা
স্নেহ ভরে দেইগো তারে শীতল বারি।

*　　　*　　　*

যখন, ছোটে কামান
ওঠে কৃপাণ
তখন, যুদ্ধমাঝে দয়ার কাজে
নিজের জীবন দিতে তুচ্ছ করি।
চল সারি সারি।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[কলিকাতার রাজপথ। পথিপার্শ্বে দ্বারে গবাক্ষে অসংখ্য নরনারী দাঁড়াইয়া যুদ্ধ-জয়ী বাঙালী-বাহিনীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। নেপথ্যে ব্যাণ্ডের আওয়াজ হইতে লাগিল।]

গীত।

বিজয়ী বাঙালী বীর ফিরিতেছে বঙ্গে
ফিরিতেছে বঙ্গে।
বাজিছে বাজনা দামা-মা-মা
তুরি ভেরী না-না-না রঙ্গে॥
উড়িছে পতাকা পত পত পত
বেঁধেছে বন্দি কত শত শত
অরাতি কামান, করিয়া নীরব
টানিয়া তুলেছে তুঙ্গে॥

*　　*　　*

এরা গিলিয়া গরল প'শেছে অনলে
ডুবেছে সাগর তলে,
ডুবেছে সাগর তলে, ডুবেছে সাগর তলে।
ধরণি ছাড়িয়া উঠেছে বিমানে
যুঝেছে ইহারা গগণে গগণে
হানিয়াছে বান অশনি সমান
শত্রু শিবির ভঙ্গে॥

*　　*　　*

বন মরুভূমি নদী কি পর্ব্বত
করে নাই এদের গতি প্রতিহত
পিছে নাহি হটে হত কি আহত।
বীর-রীতি-রত রণ-পণ্ডিত
শক্তি-সাহস-মণ্ডিত অঙ্গে॥

*   *   *

উপাড়িয়ে গিরি পশি শত্রুপুরি
রুধির-রঞ্জিত ধ'রি তরবারি
অরিপতিশির মুকুট ল'য়ে কাড়ি
সম্রাট পদারবিন্দে রাখিতে আনন্দে
আনিতেছে সঙ্গে॥

[কাতারে কাতারে বাঙালী সেনাগণের ও সেবিকাদলের প্রবেশ। তাহাদের অনেকের বক্ষে মেডেল, বাহুতে ষ্ট্রাইপ। "ইউনিয়ন জ্যাক" পতাকা এবং তাহাদের পদ্মাঙ্কিত রেজিমেণ্টাল পতাকা লইয়া নিশান-বাহীর প্রবেশ। নেপথ্যে ব্যাণ্ডবাদ্য। পথিপার্শ্বস্থ দ্বারে গবাক্ষে আরো স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া জুটিল; স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কেহ কবরী বাঁধিতে বাঁধিতে, কেহ কাঁচলী পরিতে পরিতে, ইত্যাদি, অপ্রস্তুত অবস্থায় তাড়াতাড়ি আসিল। পুরুষগণও কেহ জামার বোতাম দিতে দিতে, কেহ জামা হাতে লইয়া, কেহ গামছা স্কন্ধে, কেহ দুই পায়ে দুই প্রকারের জুতা পরিয়া ছুটিয়া আসিল।]

সৈন্য ও সেবিকাগণের গীত।

জুড়াইতে চায়
শ্রান্ত মনকায়
ধরিয়া মাতার মধুর অঞ্চল।
চল চল॥

*   *   *

যত যশের ডালা
বিজয়ের মালা
থুইব মার চারু চরণ-তল।
চল চল॥

* * *

কিছু নাহি চাই
সবে ভগ্নী ভাই
বিনা সে স্মিত মুখমণ্ডল।
চল চল॥

[ইত্যবসরে দ্বার ও গবাক্ষস্থ নরনারীগণের প্রস্থান। সেনা ও সেবিকাগণ প্রস্থানোদ্যত ; এমন সময় মেদিনীমেলার দূতের প্রবেশ।]

দূত। (সসম্মানে অভিবাদনপূর্ব্বক) আমি মেদিনী-মেলা হ'তে আপনাদের অনুসন্ধানে এসেচি। তথায় বাঙালীর আসন শূন্য র'য়েচে। শীঘ্র গিয়ে তার শোভা বৃদ্ধি করুন ; নইলে মেলা পূর্ণতা লাভ ক'চ্চে না। আর তিলার্দ্ধ যাতে বিলম্ব না করেন, তার জন্যে আমার (করযোড়) সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

সুধীর। আচ্ছা, আমরা যাব ; দলে দলে গিয়ে মেদিনী-মেলায় আমাদের আসন অধিকার ক'রব। কিন্তু এখন নয়। এখন আমাদের অবসর নেই।

দূত। কিন্তু মহাশয়গণ পৃথিবীর যাবতীয় জাতি আপনাদের প্রতীক্ষা ক'রে ব'সে আছেন।

সুধীর। তবে আমাদের দেশের যে সকল মূক, বধির, খঞ্জ, কুব্জ ও অন্ধগণ রয়েচেন, তাঁদিকেই লয়ে যান। তাঁরাই মেলার কার্য্য সুসম্পন্ন ক'রবেন।

দূত। (অবনতভাবে) যে আজ্ঞে।

[পিছু হাঁটিয়া সসম্ভ্রমে দূতের প্রস্থান।]

সেনা ও সেবিকাগণ। গীত।

জয় জয় জয়, জয় মা জননী
জননী জননী জননী গো।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
চতুর্ব্বর্গ ফল-দায়িনী গো।
দেখা দে মা গো, দেখা দে মা গো।
শ্রান্ত শিশু তোর, ডাকে জননী
জননী জননী গো।

[সকলের প্রস্থান। ক্ষণেক পরে রসময় ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুক, অন্ধ, খঞ্জ ও কুব্জ বহু ব্যক্তির নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে প্রবেশ।]

রসময়। (স্বগতঃ) অগ্নি ভস্মাবৃত ছিল; ভস্ম উড়ে গেছে; আগুন বের হ'য়েচে। আমি যে কি দরের মানুষ তা এতদিনে মেদিনী-মেলার লোকে বুঝ্‌তে পেরেচে; তাই আমার অট্টালিকার দ্বারে সেই মেদিনী-মেলার নিমন্ত্রণ পৌঁছেচে। ওঃ! সেদিনের কথা—সেই যেদিন মেলাদ্বার হ'তে ভগ্ন-মনোরথ হ'য়ে ফিরে এসেছিলাম—আজ আমার জাজ্বল্য-ভাবে মনে প'ড়চে। সে একদিন, আর আজ একদিন পুরুষের দশ দশা; কোন দশাই সমান যায় না। সেদিন রসময় ঘোষকে কেহ চেনে নাই। আজ তার সুখ্যাতি এতই বিস্তৃত যে, অনুরোধ এসেচে যে সঙ্গপাঙ্গ লয়ে মেলাস্থলে উপস্থিত হন। (প্রকাশ্যে) সঙ্গে আস্‌তে কত লোককে

ডাক্‌লাম! যারা সঙ্গে (খঞ্জাদিগণেরপ্রতি তাকাইতে তাকাইতে) এলো, তাদের নিয়ে আজ মেদিনী মেলায় চ'লেচি। আজ আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। হিসাব ক'রে চ'লতে পাল্লে সংসারে সম্মান পাওয়া বড় একটা অসাধ্য ব্যাপার নয়। আমার মত হুঁসিয়ার কটা আছে ?

সকলে। (বিকৃতস্বরে) নিশ্চয়, নিশ্চয়।

রসময়। আমি লোকনেতা। আমার কথায় কত লোক চলে।

সকলে। (বিকৃতস্বরে) নিশ্চয়, নিশ্চয়।

[রসময়ের প্রস্থান।]

খঞ্জ কুব্জাদির নৃত্য ও গীত।

(১)

দিয়ে ফক্কা
মেরে ঢক্কা
যাচ্চি যেন লক্কা।

দেখে লাস্য
কর হাস্য
পেছন থেকে দাও ধাক্কা।

মনে ভাব
পাব অক্কা ;
কিন্তু, আমরা রাখিনি তোয়াক্কা।

কোল্কে ফাটা
নোল্‌চে কাটা
তবু, ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ টানি হুক্কা।

(২)

কাণা খোঁড়া ব'লে
দিওনা ঠেলে ফেলে।
দিওনা ঠেলে ফেলে
(ওগো) দিওনা ঠেলে ফেলে ॥

*   *   *

কাণার পায়ে
খোঁড়ার চোক্।
একবার লাগিয়ে নিলে।
তারা জলে ভাসায় শিলে ॥

*   *   *

চোক্‌টি মুদে ত্থাক্
তোরা আমরা য়্যাক্।
আমরাও ব্রহ্মার ছেলে।
(ওগো) আমরাও ব্রহ্মার ছেলে ॥

*   *   *

কুজোর কাজেও না যায় বাদ্
মুক্ ব'লেই কি পরমাদ্।
বোবাতেও বুলি বলে
(একবার) বাজনা বাজিয়ে দিলে ॥

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[বিবিধাভরণ ভূষিতা বঙ্গরাণীর পরিধানে নীলাভ উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট বসন; তাহাতে স্বর্ণ ও মণিময় তারকা ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। মস্তকে মুকুট; তিনি শ্বেতপদ্মে বামপদ রক্ষা করিয়া দক্ষিণ পদ বামজঙ্ঘার উপর স্থাপন পূর্ব্বক রক্ত পদ্মোপরি উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে ও পশ্চাতে সপ্ত সখী ইন্দ্রধনুর এক এক বর্ণের বসন পরিধান করিয়া দণ্ডায়মানা। সখীগণেরও বিবিধ আভরণ ও মস্তকে ক্ষুদ্রতর মুকুট। দুই সখীর বাম হস্তে চামর, দুই সখীর বাম হস্তে শঙ্খ, দুই সখীর বাম হস্তে ধান্য-যবশির্ষ। বঙ্গরাণীর পশ্চাতে দণ্ডায়মানা সখীর বাম হস্তে মণিমুক্তা ঝালরসংযুক্ত ছত্র। বঙ্গরাণীর বাম হস্তে ক্ষুদ্র অসি। সকলেরই দক্ষিণ হস্তে বরাভয়। উর্দ্ধে নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র সমুদ্ভাসিত। সম্মুখের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাঙ্গালী সৈন্য বাম জানু নত করিয়া করযোড়ে উপবিষ্ট। সেবিকাগণ উভয় জানু নত করিয়া করযোড়ে উপবিষ্টা। সুধীর নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়াইতেছে; এবং অন্য সকলে তাহা সুর-লয়-যোগে আবৃত্তি করিতেছে।]

মন্ত্র।

নমস্তে সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে
সর্ব্বশ্রমহরে দেবি সর্ব্বশত্রু-প্রশমিনি
বরণ্যে বরদে বীরে বঙ্গমাতো বরেশ্বরি
ধৃতায়ুধে ধুরন্ধরে ধনধান্য-বিধায়িনি
বঙ্গমাতো নমস্তে নমস্তে নমস্তে।

(প্রণাম। নেপথ্যে ঘণ্টারব।)

নমস্তে সর্ব্বসুখদে শান্তিদে দেবি
পরিজন-প্রাণ-পালিনি পুণ্যে অপরাজিতে

জ্যোতিস্বরূপে জয়যুক্তে যুদ্ধজয়কারিণি
মণিমুক্তাময়ি মাত মানদে মনোমোহিনি
বঙ্গমাতো নমস্তে নমস্তে নমস্তে।

(প্রণাম। নেপথ্যে ঘণ্টারব।)

রাধিকে রমে রাজীবরাজি রাজিত চরণে
রক্তোৎপল সমাসীনে, স্মিতাননে শোভনে
জ্ঞানং দেহি বলং দেহি দেহি ভক্তিঞ্চ জননি
বঙ্গমাতো নমস্তে নমস্তে নমস্তে।

(প্রণাম। নেপথ্যে ঘণ্টারব।)

সপ্তসখী। (সমস্বরে) বাঢ়ং।

বঙ্গরাণী। হে আমার পুত্র কন্যাগণ, তোমাদের মধ্যে যে বিভিন্ন লোকধর্ম্ম প্রচলিত রয়েছে, মনে রেখো, তার সংযোগস্থল আমি। তোমাদের মধ্যে যে বিভিন্নবৃত্তি প্রচলিত রয়েচে, মনে রেখো, তার মিলন-মন্দির আমি। তোমাদের হৃদয়কন্দরে যে বিভিন্ন আশাস্রোত প্রবাহিত রয়েচে, মনে রেখো, তার সঙ্গমস্থল আমি। তোমাদের রসনায় যে বিভিন্ন ভাষা খেলা ক'রচে, মনে রেখো, তার সন্ধিস্থল আমি। তোমাদের রাজার কণ্ঠনাদে আমারই আজ্ঞা তোমরা শুনতে পাবে। তা কায়মনবাক্যে পালন ক'রবে। তোমরা পবিত্র জ্ঞানগৌরবে গরীয়ান্ হও। তোমরা মঙ্গলময়ী মহামহিমায় মহীয়ান্ হও। তোমরা শুদ্ধ শৌর্য্যবীর্য্যে বরীয়ান্ হও। তোমাদের প্রশান্ত প্রান্তর শস্যশালী হোক্; তোমাদের বন উপবন ফুলফল পূর্ণ হোক্। বসুন্ধরা আপন তিমিরাবৃত গর্ভ হ'তে তোমাদিকে ধাতুরত্ন প্রদান করুন। তোমরা আমাকে স্মরণ রেখে, ধরাধামে ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা কর। বাংলার নদ নদীর উর্ম্মিমালায়, বাংলার

নীলজল-সাগর-তরঙ্গভঙ্গে, বাংলার কুসুমসুরভি অনিলহিল্লোলে তোমাদের কীর্ত্তিকলাপের বিমল পরিমল মিশে যাক্। তোমরা জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, বাঙালীর বাহুবল বিস্তার ক'রে অজর অমর ও অক্ষয় হয়। বাংলার কোকিল-দহেল-পাপিয়া আজ হ'তে, আর অন্য গান গায়বে না। মনে রেখো, তারা আজ হ'তে, বাংলার নীল আকাশতলে, বাংলার শ্যামল কুঞ্জবনে বাঙালীর বীরগাথা সপ্তস্বরে গান ক'রবে। আর, অবিনশ্বর বিশ্ববেদের পবিত্র পত্রের ছত্রে ছত্রে বাঙালীর বীরত্ববার্ত্তা অনলাক্ষরে অঙ্কিত থাক্‌বে।

(শঙ্খধ্বনি।)

যবনিকা পতন।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাস বিরচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস

সোণাবিবি

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

সোণাবিবি—বাঙালী রমণী; তিনি সোণারগাঁয়ে রাজত্ব রিয়াছেন; সৈন্য-চালনা করিয়াছেন; শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার পথ না পাইয়া অবরুদ্ধ সোণাকুণ্ডদুর্গে অবশেষে স্বহস্তে আগুণ লাগাইয়া তাহাতে পুড়িয়া ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন।

Thrill and sensation abound in every page ; and the patriotic reader follows the hero with sympathy till the end. The author deserves to be complimented on his success.—*The Indian Daily News*

This is a historical romance by Shashi Bhusan Biswas, who occupies a high place in Bengali literature * * * * The author's researches in the annals of the period are praiseworthy. He has pointed out many of the mistakes of European historians. His character painting is excellent, and the story he has woven around them and the well known historical events is stirring and highly interesting. Moreover he has brought to light many obscure points in the history of Bengal. In 'Shona Bibi' Bengal has a heroine of the type of Rani Durgabati or Chand Bibi. What Bengali is there who would not therefore read her history ?—*The Amrita Bazar Patrika.*

কৌতুকাবহ উপন্যাস

আলেখ্য

মূল্য ১৲ এক টাকা।

এই বাংলারই মল্লভূমিতে বাঙালী বামাসৈন্যের সমাবেশ পাঠ করিয়া মোহিত হইবেন।

* * * In this the author has perhaps shewn a more masterly hand. The idea is to deliniate the Triumph of Love which gives life to a portrait. The venue of the story, as before, is in Bengal, but of a much earlier period. The characters are very skillfully painted and story woven around them is highly interesting. The childlike simplicity of Princess Bibhasa, the very naturelike pettilence and jealousy of her sister-in-law, raised from the ranks to the throne, her heroic devotion to her husband, the faith of Bibhasa's hand-maidens, the all pervading and engrossing love of the hero. are points which cannot but appeal to every lover of fiction. The language is simple, but chaste and elegent. The style is graceful and the colouring vivid.—*The Indian Empire.*